Inclusive Futures

বাদ দেওয়ার পরিণতিঃ বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া এবং জিম্বাবুয়ে'র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন ও কোভিড-১৯ এর উপর পরিস্থিতি প্রতিবেদন

সেপ্টেম্বর ২০২১

IDA International Disability Alliance

Social Development Direct

UKaid from the British people

UNPRPD MPTF Partnership on the Rights of Persons with Disabilities

UN WOMEN

DISABILITY RIGHTS FUND

স্বীকৃতি

এই ঝটিকা মূল্যায়নে অংশগ্রহণের জন্য উদারভাবে সময় দেওয়ায় বাংলাদেশ, জিম্বাবুয়ে এবং নাইজেরিয়ার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলোর (ওপিডি) প্রতিনিধিবৃন্দ কে কৃতজ্ঞতা জানাই। নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছিলঃ

বাংলাদেশ	অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন বান্দরবান ডিজঅ্যাবলড পিপলস অর্গানাইজেশন টু ডেভেলপমেন্ট (বান্দরবান- ডিপিওডি) ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ (ডিএসএসবি) ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ডিজঅ্যাবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ) সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ফর ডিজঅ্যাবলড (এসইডিএডি))
নাইজেরিয়া	অ্যাডভোকেসি ফর উইমেন উইদ ডিজএ্যাবিলিটিস ইনিশিয়েটিভ (এডব্লিউডব্লিউডিআই) ডাউন সিনড্রোম ফাউন্ডেশন নাইজেরিয়া (ডিএসএফএন) লায়নহার্ট অ্যাবিলিটি লিডার্স ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন জয়েন্ট ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব পারসন্স উইদ ডিজএ্যাবিলিটিস (জেওএনএপিডিডব্লিউডি) শি রাইটস উইম্যান
জিম্বাবুয়ে	অটিজম জিম্বাবুয়ে ডেফ উইমেন ইনক্লুডেড ডিজঅ্যাবলড উইমেন’স সাপোর্ট অর্গানাইজেশন ফেডারেশন অব অর্গানাইজেশন্স অফ ডিজঅ্যাবলড পিপল ইন জিম্বাবুয়ে (এফওডিপিজেড) ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব সোসাইটিজ ফর দ্য কেয়ার অব দ্য হ্যান্ডিক্যাপ্পড (এনএএসসিওএইচ) জিমকেয়ার ট্রাষ্ট

এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য যুক্তরাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইউকে এইড অর্থ সহায়তা প্রদান করেছে। তবে এই গবেষণাপত্রে যে সকল মতামত প্রকাশিত হয়েছে তাতে যুক্তরাজ্য সরকারের নীতির প্রতিফলন নাও থাকতে পারে।

আমরা প্রতিটি দেশে জাতীয় পর্যায়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন বা দলগত আলোচনা আয়োজন ও পরিচালনার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ডিজএ্যাবিলিটি এলায়েন্স (আইডিএ) কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বাংলাদেশে ইংরেজী-বাংলা ব্যাখ্যা প্রদান ও অনুবাদ সহায়তার জন্য রেজাউল করিম সিদ্দিকীকে এবং নাইজেরিয়াতে আলোচনার প্রস্তুতিতে সহায়তার জন্য ডিজএ্যাবিলিটি রাইটস ফান্ড এর থিওফিলাস ওডাডুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও আমরা সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে ওপিডিদের নাম সুপারিশ করা, ও এই প্রতিবেদন প্রস্তুতি সহ পুরো প্রকল্প জুড়ে উদ্দমের সঙ্গে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রজেক্ট রেফারেন্স গ্রুপের কাছে কৃতজ্ঞ । প্রজেক্ট রেফারেন্স গ্রুপের সদস্যরা হলেন এফসিডিও থেকে জেসি কার্ক, হ্যারিয়েট নোলস, সুসান মেনসাহ এবং নাভেদ চৌধুরী; আইডিএ থেকে প্রিসিল গিজার, দরদী শর্মা, এলহাম ইউসুফিয়ান এবং পলা হার্ন; সাইটসভার্স-এর নেতৃত্বাধীন ইনক্লুসিভ ফিউচার প্রোগ্রাম থেকে জোহানেস ট্রিমেল এবং সুসান পিয়েরি; ডিজ্যিবিলিটি রাইটস ফান্ড থেকে ডায়ানা সামারসান এবং মেলানিয়া কাওয়ানো-চিউ; নেপালের ন্যাশনাল ইন্ডিজেনাস ডিজএ্যাবল্ড উইম্যান এ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রতিমা গুরুং; এবং সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্ট থেকে লরেন ওয়াপলিং, ব্যারি স্মিথ, পিয়রট লি এবং মারিয়া ভ্লাহাকিস। আমরা আইডিএকে ধন্যবাদ জানাতে চাই প্রতিবেদন নকশা এবং বাংলায় অনুবাদে তাদের সহায়তার জন্য।

কোভিড-১৯ এর সময় তার পরিবার সংকটে নিমজ্জিত হলে ইনক্লুসিভ ফিউচার্স এর সহায়তা লাভ করেন জিন্নাতুন্নেছা।@সেন্স ইন্টারন্যাশনাল- সিডিডি

শব্দ-সংক্ষেপ

সিএসও	সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন
সিএসআর	কর্পোরেট সোশ্যাল রিস্পন্সিবিলিটি বা কর্পোরেটের সামাজিক দায়িত্ব
ডিআইডি	ডিজএ্যাবিলিটি ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট বা প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন
ডিপিও	ডিজঅ্যাবলড পিপল'স অর্গানাইজেশন বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (প্রায়ই ওপিডি এর বদলে ব্যবহৃত হয়)
ডিআরএফ	ডিজএ্যাবিলিটি রাইটস ফান্ড বা প্রতিবন্ধী অধিকার তহবিল
এফসিডিও	ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস
এফজিডি	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন বা দলগত আলোচনা
জিবিভি	জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স বা লিঙ্গ - ভিত্তিক সহিংসতা
জিডিএস	গ্লোবাল ডিজএ্যাবিলিটি সামিট বা আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধিতা সম্মেলন
আইডিএ	ইন্টারন্যাশনাল ডিজএ্যাবিলিটি এলায়েন্স
আইওএম	ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন বা অভিবাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা
এলএমআইসিস	লো অ্যান্ড মিডল ইনকাম কানট্রিস বা স্বল্প এবং মধ্যম আয়ের দেশসমূহ
এনজিও	নন-গভার্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা
ওইসিডি-ডিএসি	অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন* অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট- ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিসটেন্স কমিটি বা অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য সংগঠন * এবং উন্নয়ন- উন্নয়নে সহায়তাকারী কমিটি
ওপিডি	অর্গানাইজেশন অব পিপল উইদ ডিজএ্যাবিলিটিস বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (প্রায়ই ডিপিও এর বদলে ব্যবহৃত হয়)
এসডিজি	সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য
এসআরএইচআর	সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস বা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার
ইউএনসিপিআরডি	ইউনাইটেড নেশন্স কনভেনশন অন দি রাইটস অব পারসন্স উইদ ডিজএ্যাবিলিটিস বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘের কনভেনশন
ইউনেস্কো	ইউনাইটেড নেশন্স এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন বা জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত সংস্থা
ইউনিসেফ	ইউনাইটেড নেশন্স চিল্ড্রেন'স এমারজেন্সি ফান্ড বা জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক জরুরী তহবিল

পরিভাষা

শব্দগুচ্ছ এবং সংজ্ঞাসমূহ

সুশীল সমাজ সংগঠনঃ

যেসব সংগঠন পরিবার, বাজার এবং রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করে সেগুলো সুশীল সমাজ সংগঠন হিসেবে পরিচিত। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও), ট্রেড ইউনিয়ন, সামাজিক আন্দোলন, তৃণমূল সংগঠন, অনলাইন নেটওয়ার্ক, সম্প্রদায়, এবং বিশ্বাস ভিত্তিক গোষ্ঠী সহ ব্যাপক সংখ্যক সুসংগঠিত এবং সামাজিক বন্ধন থেকে সৃষ্ট গোষ্ঠী সুশীল সমাজের অন্তর্ভূক্ত।

প্রতিবন্ধিতাঃ

দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা স্নায়বিক সীমাবদ্ধতা, যা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মিথষ্ক্রিয়ায় অন্য সবার সাথে সমান ভাবে সমাজে পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

ডিজঅ্যাবল্ড পিপল'স অর্গানাইজেশন (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন) ঃ

এটি হচ্ছে ওপিডি-এর আরেকটি পরিভাষা (নীচের সংজ্ঞা দেখুন) এবং প্রায়ই ওপিডিগুলো তাদের নিজস্ব জাতীয় প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করে থাকে।

লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতাঃ

এটি হচ্ছে কোনো ক্ষতিকর কাজের জন্য একটি আম্ব্রেলা টার্ম (একটি ছাতার নিচে নিয়ে আসা), যা পুরুষ এবং নারীর মাঝে সামাজিকভাবে আরোপিত (যেমন লিঙ্গ) পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে এমন কাজ যা শারীরিক, যৌন বা মানসিক ক্ষতি করে বা যন্ত্রণা দেয়, বা এই ধরনের কাজের হুমকি দেয়া, জবরদস্তি করা এবং অন্যান্য স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা। এই কাজগুলি প্রকাশ্যে বা গোপনে ঘটতে পারে এবং নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নানা ধরণের সহিংসতার বেশিরভাগের জন্য দায়ী হতে পারে।

অক্ষমতাঃ

এটি আঘাত, অসুস্থতা, বা জন্মগত অবস্থা যা শারীরবৃত্তীয় বা মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষতি বা পার্থক্য সৃষ্টি করে বা করতে পারে।

(আন্তর্জাতিক) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাঃ

সরকারি অফিস লাভ করা, অর্থ উপার্জন করা বা অবৈধ কার্যক্রম ব্যতীত কিছু সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধারাবাহিকভাবে একত্রে কাজ করা ব্যক্তিদের একটি স্বাধীন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো একটি দেশে কাজ করলে জাতীয় হতে পারে, অথবা একাধিক দেশে কাজ করলে আন্তর্জাতিক হতে পারে।

অর্গানাইজেশন অব পিপল উইদ ডিজএ্যাবিলিটিস (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন)ঃ

যে সংগঠনগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হয় এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নেতৃত্বে শাসিত ও পরিচালিত হয়, এবং এতদানুসারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করে সে সকল সংগঠন হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন। তদুপরি, তাদের সদস্যদের একটি স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে নিয়োগ করা হয়। এটি বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পরিভাষা, তবে "ডিজএবলড পিপল'স অর্গানাইজেশন" শব্দটি এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রাথমিক গবেষণাঃ

মূল বা প্রত্যক্ষ মাধ্যমে সংগৃহীত ডেটা বা তথ্য। এটি সেকেন্ডারি বা গৌণ গবেষণার বিপরীত, যার ডেটা এবং তথ্য অতীতে অন্য কেউ সংগ্রহ করেছে।

ঝটিকা মূল্যায়নঃ

স্থানীয়দের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি পরিস্থিতি সম্পর্কে দ্রুত প্রাথমিক ধারণা লাভের লক্ষ্যে ট্রায়াঙ্গুলেশন, পুনরাবৃত্তিমূলক তথ্য বিশ্লেষণ এবং অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করে একটি নিবিড়, দল-ভিত্তিক গুণগত অনুসন্ধান করা।

পরিস্থিতি প্রতিবেদনঃ

যে কোন সময়ে বিশ্বে কি ঘটছে তার একটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্য। এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং পাঠকদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব তাড়াতাড়ি ধারণা প্রদান করে থাকে, যা কেবলমাত্র ঘটনা নয় বরং এদের অর্থ বা প্রসঙ্গের উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

সামাজিক বর্জনঃ

পদ্ধতিগত বৈষম্য এবং সামাজিক বাধার ফলাফল, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানবাধিকার সমানভাবে ভোগ করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণকে বিপন্ন করে তোলে।

স্বল্প-প্রতিনিধিত্বশীল দলঃ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃতভাবে কম দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকেন, তাদের কাছে পৌঁছানো একটু বেশিই কঠিন, অথবা বলা যায় তাঁরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আন্দোলন এবং সুশীল সমাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আরও বড় বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন তারা স্বল্প প্রতিনিধিত্বশীল দল হিসেবে গণ্য। এর মধ্যে রয়েছেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাদের বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং যাদের একাধিক প্রতিবন্ধিতা ও পরিচয় রয়েছে। যদিও এই প্রকল্পের অধীনে স্বল্প-প্রতিনিধিত্বমূলক গোষ্ঠীর সংজ্ঞায় প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশু এবং আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এটি স্বীকৃতি দিচ্ছে যে- প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশু এবং আদিবাসী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রায়ই তাদের লিঙ্গ,প্রতিবন্ধিতা, এবং আদিবাসী পরিচয়ের জন্য দ্বিগুণ (বা অধিক) পরিমাণে অনগ্রসর যা তাদেরকে প্রতিবন্ধী ছেলে ও পুরুষ, অপ্রতিবন্ধী নারী ও মেয়ে এবং অন্যান্য অ-আদিবাসী গোষ্ঠীর তুলনায় বৃহৎ পরিসরে সামাজিক বর্জন,বৈষম্য এবং সহিংসতার ঝুঁকিতে ফেলে।

অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোও বিভিন্ন বৈষম্য, যা একে অপরকে ছেদ করে, তাদের একাধিক রূপের মুখোমুখি হয়ে থাকে; উদাহরণস্বরূপ- প্রতিবন্ধী বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী তরুণ, শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত প্রতিবন্ধী মানুষ, জাতিগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং লেসবিয়ান, সমকামী, উভকামী, ট্রান্সজেন্ডার, কুইয়ার , এবং ইন্টারসেক্স (এলজিবিটিকিউআই) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তবে এই ঝটিকা মূল্যায়ণে এই সকল গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়নি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের বিষয়ক জাতিসংঘের কনভেনশনঃ

২০০৬ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত একটি কনভেনশন, যা ২০০৮ সালে কার্যকর হয়।এই কনভেনশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দাতব্য, চিকিৎসা ও সামাজিক সুরক্ষার "বস্তু" হিসেবে দেখার বদলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এমন "বিষয়" হিসেবে দেখতে বলে যাদের অধিকার রয়েছে, যারা সেই অধিকারগুলি দাবি করতে এবং স্বাধীন ও অবহিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে এবং এর পাশাপাশি সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বসবাস করতে সক্ষম ।

প্রতিবন্ধী নারী ও মেয়েরাঃ

প্রতিবন্ধী নারী এবং কন্যাশিশুরা একটি সমজাতীয় গোষ্ঠী নয়, এবং তারা প্রকল্পের স্বল্প-প্রতিনিধিত্বমূলক গোষ্ঠীর সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হলেও, প্রকল্প-দল যেসব সংগঠন প্রতিবন্ধী নারীদের নেতৃত্বে পরিচালিত এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব করছে, সেসব সংগঠনকে জড়িত করার এবং তাদের অভিজ্ঞতা বোঝার জন্য একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা চালায়।

সূচিপত্র

স্বীকৃতি 2
শব্দ-সংক্ষেপ 4
পরিভাষা..5
শব্দগুচ্ছ এবং সংজ্ঞাসমূহ 5
১. নির্বাহী সারসংক্ষেপ..10
ফলাফল 10
উপসংহার এবং অধিকতর বিবেচ্য বিষয়াদি 16
অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচ্য বিষয়াদি..17
সরকারঃ...17
সুশীল সমাজ এবং মানবিক সহায়তা কর্মীঃ 17
দাতা এবং অংশীদারঃ 18
ওপিডিঃ..18
অধিকতর গবেষণার বিষয়সমূহঃ...18
২। ভূমিকা 20
৩। গবেষণা পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা 21
ডেস্ক ভিত্তিক সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা...21
বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া এবং জিম্বাবুয়ের ওপিডিগুলোর সাথে প্রাথমিক গবেষণা 22
পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা 24
৪। পটভূমিঃওপিডিগুলোর কোভিড-১৯-পূর্ব অবস্থা...26
৫। ঝটিকা মূল্যায়নের ফলাফল..27
ফলাফল ১: 27
ফলাফল ২:...28
তথ্য অভিগম্যতা: 28
সামাজিক সুরক্ষা:..29
জিবিভি (জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা) মোকাবেলা:..30
পিয়ার সাপোর্ট এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা: 32
কেস স্টাডি ১: 34

ফলাফল ৩: 35
ফলাফল ৪:..38
ফলাফল ৫:..39
কেস স্টাডি ২:...42
ফলাফল ৬: 43
ফলাফল ৭ঃ 45
জিম্বাবুয়েঃ...46
নাইজেরিয়া: 47
বাংলাদেশ:...48
ফলাফল ৮ঃ...50
কেস স্টাডি ৩ঃ...53
৬। ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা এবং বিবেচ্য বিষয়াদি 55
ওপিডি-দের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি..55
বিবেচ্য বিষয়াদি...55
সরকারঃ...56
সুশীল সমাজ ও মানবাধিকার কর্মীরাঃ...56
দাতা এবং অংশীদারঃ 56
ওপিডিঃ...57
অধিকতর গবেষণার বিষয়সমূহঃ...57
৭। রেফারেন্স...58

১. নির্বাহী সারসংক্ষেপ

কোভিড -১৯ অতিমারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অসমতা এবং প্রতিবন্ধকতা **আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।** প্রতিবন্ধী নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বল্প-প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠীগুলি সামাজিক বর্জনের এই অভিজ্ঞতাগুলো আরও বেশি পরিমাণে অনুভব করেছে, যা ওপিডিগুলোর কাজকর্ম ও অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে বিশাল প্রভাব ফেলেছে। সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাপ পূরণ করার জন্য, ডিজএ্যাবিলিটি ইনক্লুশন হেল্পডেস্ক এই অতিমারী চলাকালীন সময়ে ওপিডিগুলোর ভূমিকা এবং অতিমারীটি কীভাবে ওপিডিগুলোর কার্যক্রম এবং অগ্রাধিকারকে প্রভাবিত করেছে তার দ্রুত মূল্যায়ন করেছে।

ছবিতে স্বপরিবারে সেলিনা। ইনক্লুসিভ ফিউচার্স এর আওতায় তাকে কোভিড-১৯ এর সময় তাৎক্ষণিক ত্রাণ সহায়তা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। @ ব্র্যাক

ফলাফল

ঝটিকা মূল্যায়নের ফলাফল বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া এবং জিম্বাবুয়ের ওপিডিগুলোর উপর কোভিড -১৯ অতিমারীর প্রভাবকে নিম্নলিখিত ৮ ভাগে বিভক্ত করে বর্ণনা করা হলোঃ

১। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ওপিডিগুলো দুর্যোগ পরিকল্পনা এবং সাড়াদান প্রক্রিয়া থেকে অনেকাংশে বাদ পড়ে গিয়েছিল। এই সাথে, অতিমারী শুরু হবার প্রথম দিকে অনেক

ওপিডিই কাজকর্মে জড়িত হবার জন্য সরকারি কর্মকর্তার কাছে অনলাইনে আবেদন করেও কোন জবাব পায়নি।

২। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্যোগ পরিকল্পনা এবং সাড়াদানের মূখ্য পরিষেবাগুলো থেকে বাদ দেবার কুপ্রভাব মোকাবেলায় ওপিডিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুর্যোগ এবং দুর্যোগ মোকাবেলা পরিকল্পনায় সরকার ও মানবিক সহায়তা কর্মীদের সাথে কাজ করার জন্য আমন্ত্রিত হওয়া দূরে থাক, বরং অনেক ওপিডিকেই যেসব নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়গুলো পর্যাপ্তভাবে বিবেচনায় না নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলোর পরিণতি যথাসম্ভব সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ এবং ওপিডির কার্যক্রমের উপর নিম্নলিখিত প্রভাব ফেলেছিল: ঃ

তথ্যের অভিগম্যতাঃ অতিমারী শুরু হবার পর প্রথম মাসগুলিতে অতিমারী সম্পর্কে সরকারি তথ্যাবলী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অভিগম্য ছিল না। ওপিডিগুলি অভিগম্য তথ্যভান্ডার তৈরী এবং প্রচারের জন্য অ্যাডভোকেসিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তিনটি দেশের সরকারই শেষ পর্যন্ত এই সমস্যাটি সংশোধন করেছে, তবে অতিমারীর আগে দুর্যোগ পরিকল্পনা এবং গণ-তথ্য প্রচার পরিকল্পনায় ওপিডিগুলোকে সক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে এই পরিস্থিতি এড়ানো যেত।

সামাজিক সুরক্ষাঃ অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সরকারি খাদ্য এবং আর্থিক সহায়তা বা সামাজিক সুরক্ষায় অ্যাক্সেস পাননি। উদাহরণস্বরূপ, জিম্বাবুয়েতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জাতীয়ভাবে নিবন্ধনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, অর্থাৎ অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহায়তা পাননি, এবং বাংলাদেশে, অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জাতীয় পরিচয়পত্র ছিল না, যা খাদ্য এবং নগদ সহায়তা প্রাপ্তিকে বাঁধাগ্রস্থ করে।

সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য অ্যাডভোকেসি, সীমিত সম্পদের মধ্যেই নিজেদের সহায়তা প্রদান, এবং/অথবা বিতরনে উন্নতি সাধনের জন্য চাহিদা মূল্যায়ণ (নীডস এসেসমেন্ট) ও প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত ডেটা থেকে সরকারকে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সরকারের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে ওপিডিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতায় (জিবিভি) সাড়াদান ওপিডিগুলো লক্ষ্য করেছে যে, লকডাউনের সময় এবং অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার (জিবিভির) ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। জিবিভির শিকার ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ওপিডিগুলো বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। সহায়তা পাবার ক্ষেত্রে বাঁধাসমূহ যেমন অপ্রবেশগম্যতা এবং/অথবা বৈষম্যমূলক জিবিভি পরিষেবা, ভ্রমণের দূরত্ব, অপ্রবেশগম্য পরিবহন, অসংবেদনশীল পুলিশ ও আইনি পরিষেবা, এবং সাথে সহায়ক বা পরিচর্যাকারীদের (যারা কিছু ক্ষেত্রে অপরাধী হতে পারে) থাকার প্রয়োজনীয়তা; চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা ও ওপিডিগুলোর সীমিত তহবিলের কারণে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার প্রকোপ আরও বেড়ে যায়। প্রতিবন্ধী নারীদের কিছু সংগঠন গ্রামীণ অঞ্চলে জিবিভি- এর ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় পর্যবেক্ষণ ও ফলো-আপ করার জন্য সমাজের সদস্যদের উপর নির্ভর করে থাকে, যেখানে অন্যরা নারী অধিকার সংগঠনগুলোর সাথে একত্রে কাজ করে নিশ্চিত করে যে পরিষেবাগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ছিল। একজন

প্রতিবন্ধী নারীর সঞ্চয় এবং প্রতিবন্ধী ভাতা তার পরিবারের সদস্যদের দ্বারা চুরি হওয়ার পর তার আত্মহত্যার একটি উদাহরণ উল্লেখ করে বাংলাদেশের একটি ওপিডি অতিমারী চলাকালীন আর্থিক নির্যাতনের শিকার হওয়া প্রতিবন্ধী নারীদের সহায়তা করার চেষ্টার ক্ষেত্রে অনন্য প্রতিবন্ধকতাটি তুলে ধরেছে।

মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবাঃ এই অতিমারীটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং পূর্ব-বিদ্যমান মানসিক সমস্যা ও মনোসামাজিক (সাইকোসোশ্যাল) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাড়াদানের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে (আরও জানার জন্য কেস স্টাডি ১ দেখুন)। এই প্রতিবেদনটি অতিমারী চলাকালীন সময়ে আইডিএ -এর গবেষণার দ্বারা সমর্থিত, যেখানে দেখা গেছে যে জরিপের ৮২% প্রতিবন্ধী উত্তরদাতারা বলেছেন, তারা অতিমারী-পূর্ব সময়ের চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন, নার্ভাস বা চিন্তিত ছিলেন এবং প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতার জন্য সহায়তা চেয়েছিলেন (আইডিএ, ২০২০এ)। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য, বিশেষ করে সর্বজনীন তথ্য ও পরিষেবাগুলি যাদের কাছে অভিগম্য নয় তাদের জন্য তথ্য, সমকক্ষ-সহায়তা(পিয়ার সাপোর্ট) এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার মূল উৎস ছিল ওপিডিগুলো।

শিক্ষাঃ স্কুল বন্ধ থাকায় অনেক ওপিডিদেরকেই তাদের প্রতিবন্ধী-অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, দাতাদের চাপের কারণে শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ তহবিল অতিমারী–সাড়াদান কার্যক্রমের জন্য পুনরায় বরাদ্দ করতে হয়েছিল। ওপিডিগুলো প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ও সামাজিক জীবনে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে রেডিও এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তা প্রচার করতে থাকে এবং তারা প্রতিবন্ধী শিশু এবং তাদের পরিবারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে। কিন্তু লকডাউনের সময় প্রতিবন্ধী শিশুদের দূরবর্তী শিক্ষা থেকে বাদ পড়ে যাওয়া এবং দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষা থেকে আরও বেশি করে বাদ পরে যাওয়ার সাম্ভব্যতা নিয়ে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

৩। ওপিডিগুলো সরকারের কাছ থেকে আরও অধিকতর প্রতিবন্ধী-অন্তর্ভুক্তিমূলক সাড়া পাবার জন্য অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অতিমারীর পূর্বে সরকারগুলোর সাথে ওপিডিগুলো অ্যাডভোকেসির সম্পৃক্ততা মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ের জন্য আইন ও নীতি বাস্তবায়নের উন্নতির দিকেই নিবিষ্ট ছিল। অতিমারীর প্রথম ছয় থেকে নয় মাসের মধ্যে অনেক ওপিডি তাদের অ্যাডভোকেসি লক্ষ্যকে অতিমারীটির সামনে আসা প্রত্যক্ষ কাঠামোগত বিষয়গুলোর দিকে সাময়িকভাবে সরিয়ে নিয়েছিল। কেবল ওপিডিগুলোর সফল অ্যাডভোকেসির পরই সরকার সাধারণভাবে তাদের অতিমারী সাড়াদান প্রক্রিয়াগুলিকে প্রতিবন্ধী-অন্তর্ভুক্তির উপযোগী করে তোলে।

৪। ওপিডিগুলো প্রচার-প্রসার এবং তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, তবে ডিজিটাল প্রযুক্তির সীমিত অভিগম্যতার কারণে লকডাউনের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরদের কাছে তা পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে। অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তুলনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল ডিভাইসে অভিগম্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। ফলস্বরূপ, লকডাউন চলাকালীন সময়ে মাসের পর মাস ওপিডিগুলো বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী মানুষের কাছে একযোগে পৌঁছাতে পারেনি। জিম্বাবুয়েতে অনলাইনের সরকারি

পরামর্শ অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রবেশযোগ্য ভবে গোছানো ছিল না বিধায় তাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। যেহেতু বিশ্ব দ্রুত অনলাইনে চলে যাচ্ছে সেহেতু ডিজিটাল ক্ষেত্রে বাদ পড়ে যাবার কারণে দরিদ্র্যতা এবং বৈষম্য আরো প্রকটভাবে দেখা দিতে পারে। তাই ওপিডিগুলো ডিজিটাল বৈষম্য মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে।

৫। ওপিডিগুলো তাদের তহবিল এবং কর্মক্ষমতা নাটকীয়ভাবে কমে যাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। টেকসই তহবিলের অভিগম্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হিসাবে অব্যাহত রয়েছে। অতিমারীর প্রথম ছয় থেকে নয় মাসের মধ্যে কিছু দাতা এবং আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (আইএনজিও) ওপিডিদের প্রকল্পগুলোকে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেয়া, প্রকল্পের বাজেট কমানো, অর্থ প্রদানের বিলম্ব বা 'বিনা খরচে' প্রকল্পের কর্মকান্ড বিস্তারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলোর ফলে পরিচালন ব্যয় বহন করার মত কোনও তহবিল না থাকায় অনেক ওপিডিকে মারাত্মক আর্থিক চাপের মধ্যে পড়তে হয় এবং কিছু ওপিডির কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে হয়েছিলো। কিছু ক্ষেত্রে, ফান্ডিং সম্পর্কিত এই সিদ্ধান্তগুলো ওপিডিদের সাথে সামান্য পরামর্শ করে নেয়া হয়েছিল। একজন ওপিডি প্রতিনিধি আরও উল্লেখ করেছেন যে অতিমারী চলাকালীন সময়ে মূল কাজগুলোর (অ্যাডভোকেসি, এবং ডেটা সংগ্রহ ও একত্রিকরণ) দায়িত্ব আইএনজিও গ্রহণ করে নিয়েছিল, আরেকটু ভালো অর্থসংস্থান দেওয়া হলে যেগুলোর নেতৃত্ব ওপিডিরাই দিতে পারত।

৬। অতিমারীটি ওপিডি কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের উপর মারাত্মক আর্থিক এবং মানসিক প্রভাব ফেলেছে। অনেক ওপিডি অতিমারী চলাকালীন সময়ে বেতন দিতে অপারগ হয়ে পড়েছিল, কর্মচারীরা মাসের পর মাস বেতন ছাড়াই কাজ করে গেছেন এবং কিছু ওপিডিতে কর্মীদের সংখ্যা হ্রাস করা হয়। ওপিডিগুলো ভাতা দিতেও অপারগ হয়ে পড়েছিল এবং স্বেচ্ছাসেবকদের হারিয়েছে। অনেক ওপিডি তাদের কর্মীদের উপর মারাত্মক আর্থিক এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব এবং বিনাবেতনে মাসের পর মাস স্বেচ্ছায় করে চলা কর্মীদের ব্যক্তিগত ত্যাগের বিষয়টি তুলে ধরেছে। বিনা বেতনে কাজ করার মানসিক চাপের সাথে সাথে দুর্দশাগ্রস্থ সাহায্যপ্রার্থী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ফোন কল এবং সীমিত সম্পদ দিয়ে চরম প্রতিকূলতা মোকাবেলার চেষ্টা করতে গিয়ে কর্মীদের কাজের চাপ নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। একই ভাবে না হলেও, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতো ওপিডিগুলোর সদস্য, কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীরাও অতিমারী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, নাইজেরিয়ায় অ্যালবিনিজম রোগীদের একটি সংগঠন কমপক্ষে তাদের ১০ জন সদস্যকে ত্বকের ক্যান্সারে হারিয়েছে কারণ অতিমারী চলাকালীন সময়ে সরকার ত্বকের ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে। ইকুয়েডরের একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছিলেন যে কীভাবে একটি ওপিডির চারজন সহকর্মী চিকিৎসা সহায়তা না পেয়ে কোভিড -১৯ এ ভুগে মারা যান এবং তাদের মৃতদেহ অনেক দিন তাদের বাড়িতে কফিনে বা বাথটাবে বরফ ও বাতাস দিয়ে রেখে দেয়া হয়, যা স্থানীয় প্রতিবন্ধী সম্প্রদায়ের উপর উচ্চ মানসিক প্রভাব ফেলে (আইডিএ ২০২০ বি)।

৭। অতিমারীর প্রভাবগুলো প্রতিবন্ধী আন্দোলনের অভ্যন্তরে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা এবং মোকাবেলা করা হচ্ছে এমন প্রতিবন্ধকতা -উভয়ক্ষেত্রে আলোকপাত করেছে। অতিমারী চলাকালীন ওপিডিগুলোর অভিজ্ঞতাগুলো হাইলাইট করে যে, সরকারের সাথে কার্যকর সম্পৃক্ততা; সঙ্কটের সময়ে জরুরী পরিকল্পনা ও কার্যকরভাবে একত্রিতকরণ উভয় ক্ষেত্রেই

কেউ যেন বাদ না যায় তা নিশ্চিত করতে ওপিডিগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা; এবং নারী অধিকার সংগঠনসহ বৃহত্তর সুশীল সমাজের কর্মীদের সাথে অর্থপূর্ণ অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা কতটা গুরুত্বপূর্ন।

তিনটি দেশেই, ওপিডিগুলো অন্যান্য ওপিডির সাথে তাদের পাস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা, আরও সুসংহত প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলন গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যতে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে সরকারের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার নতুন নতুন উপায় বের করার কথা বলেছেন। তারা ওপিডিদের কার্যসম্পাদনের দক্ষতা জোরদার করা এবং ওপিডিগুলোকে কার্যক্রম চালানোর জন্য প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের উপর আরো বেশি মনোযোগী হওয়ার বিষয়ে আইএনজিওগুলির ভূমিকা পুনঃ সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে।

ওপিডিগুলো অন্যান্য সুশীল সমাজ কর্মী এবং সামাজিক আন্দোলনের সাথে একসাথে কাজ করার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যও উল্লেখ করেছে। বিশেষ করে, জিবিভির (লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা) ঘটনা বাড়তে থাকায় প্রতিবন্ধী নারী এবং কন্যাশিশু, যারা সহিংসতা থেকে বেঁচে গিয়েছে তারা যেন যথাযথ পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে সেজন্য নারী অধিকার সংগঠন ও জিবিভি পরিষেবা প্রদানকারীদের সাথে একত্রে কাজ করতে হবে এবং অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।অন্যান্য উন্নয়ন এবং মানবাধিকার কর্মীদের পরিকল্পনা ও সাড়াদান কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ওপিডিদের কতটা অন্তর্ভুক্ত করছে সে বিষয়ে আরও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

৮। এই ঝটিকা মূল্যায়নটি অতিমারী চলাকালীন সময়ে ওপিডিগুলোর স্থিতিস্থাপকতাকে প্রভাবিত করেছে এমন অনেকগুলো কারণ চিহ্নিত করেছেঃ

বিভিন্ন ধরণের উৎস থেকে তহবিলের প্রাপ্যতা আর্থিক ধাক্কা সত্ত্বেও ওপিডিগুলোকে কিছু কাজকর্ম সচল রাখতে সক্ষম করে। একক উৎসের তহবিলের উপর বেশি নির্ভরশীল ওপিডিগুলো অতিমারী চলাকালীন সময়ে গভীরভাবে তহবিল সংকোচন বা সম্পূর্ণ তহবিল ছাটাইয়ের ব্যাপারে অধিক ঝুঁকিতে ছিল।

নতুন তহবিল সনাক্ত এবং প্রাপ্তির ক্ষমতাঃ কর্মসূচী প্রস্তুতিতে দক্ষ কর্মী রয়েছে এমন ওপিডি এবং তহবিল সংগ্রহ ও নেটওয়ার্কিংয়ের অভিজ্ঞ ওপিডিগুলো অল্প সময়ের মাঝেই তহবিল সংগ্রহে সক্ষম হয়েছিল। অনেক ওপিডি যাদের কখনোই পৃথক তহবিলের উৎস চিহ্নিত করতে হয়নি তারা অতিমারীর প্রথম মাসগুলোতে আর্থিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল।

ওপিডি-র সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তাকারী দাতাঃ ওপিডি-র সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক বিদ্যমান এবং ওপিডি এবং প্রতিবন্ধী আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী কিছু দাতাগোষ্ঠী অতিমারী চলাকালীন সময়ে সাংগঠনিক চাহিদা মেটাতে নমনীয় এবং কৌশলগত তহবিল সরবরাহ করেছিল। এটি ওপিডিগুলোকে স্থানীয়ভাবে আরোপিত বিধিনিষেধের মাঝেও তাদের নিয়মিত কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম করে। অন্য দিকে, অনেক দাতা অতিমারী চলাকালীন

সময়ে ওপিডিগুলোকে তাদের কাজের ধরণ পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করেছিল অথবা তহবিল সংক্রান্ত এমন সব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যা ওপিডিগুলোর উপর মারাত্মক আর্থিক প্রভাব ফেলেছিল।

অতিমারীর পূর্বে সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত স্বীকৃতি এবং সম্পৃক্ততাঃ সরকারি মন্ত্রণালয়ের সাথে আগে থেকে বিদ্যমান সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সম্বলিত ওপিডিগুলোর মাঝে, অতিমারী চলাকালীন সময়ে পারস্পরিক এবং গঠনমূলক সম্পৃক্ততার সম্ভাবনা বেশি ছিল। অন্যদিকে সামান্য সম্পর্ক বা একদমই সম্পর্কহীন ওপিডি এবং বিশেষভাবে বাদ পড়ে যাওয়া গোষ্ঠিসমূহের জন্য অতিমারীর প্রথম ছয় মাস সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সাড়া পাবার সম্ভাবনা ছিল খুব সামান্য।

কমিউনিটি পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী ও স্ব-সহায়ক দলের বৃহৎ নেটওয়ার্ক এবং সামনাসামনি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের উপর নির্ভরশীল ওপিডিগুলোর কার্যক্রম বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছিলঃ চলাচলের উপর বিধিনিষেধ, ইন্টারনেট সংযোগ এবং অভিগম্যতার অভাব এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে সদস্যদের সহায়তা করার জন্য সীমিত সংখ্যক বেতনভোগী কর্মীদের কারণে অনেককে দীর্ঘ সময়ের জন্য সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

এইচ আই এর কোভিড-১৯ অতিমারীতে সাড়াদানের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কেনিয়ার ক্যাকুমাতে একটি আলাপচারিতা। © হিউমেনিটি এন্ড ইনক্লুশন

উপসংহার এবং অধিকতর বিবেচ্য বিষয়াদি

এই ঝটিকা মূল্যায়নের জন্য যে ওপিডিগুলোর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাদের মাঝে অতিমারী চলতে থাকায় ভবিষ্যতের ব্যাপারে নিরাশাবাদী এবং আশাবাদী উভয়ই ছিল। ওপিডিগুলোর জন্য অতিমারীর দীর্ঘমেয়াদী পরিণতিগুলো এখনও স্পষ্ট নয়, এবং এটি নির্ভর করবে ওপিডিগুলোকে কতটুকু অর্থসংস্থান প্রদান করা হচ্ছে এবং চলমান সাড়াদান কার্যক্রমে কতটুকু অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে তার উপর। একদিকে, অনেক ওপিডি চরম আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যেখানে অন্যরা দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা যেমন টীকা প্রাপ্তি,; স্কুল এবং ওপিডি কেন্দ্রসমূহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে অসমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবন্ধী শিশু - বিশেষ করে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুর - শিক্ষা ক্ষেত্রে ফিরে আসা; প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষেত্রে জিবিভি'র বর্ধিত ঝুঁকি ও ক্রমবর্ধমান জিবিভি'র ঘটনা ; এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়ে উদ্বিগ্ন। অন্যদিকে, অনেক ওপিডি প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলন গড়ে তোলা এবং শক্তিশালী করার জন্য এবং সরকারের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে চরমভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও ওপিডিগুলো যেন ভবিষ্যতে সংকটের পূর্বপ্রস্তুতি ও সাড়াদানের প্রক্রিয়ায় উত্তমরূপে অন্তর্ভুক্ত হয় তা নিশ্চিত করতে, এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে স্থিতাবস্থায় ফিরে আসার প্রচেষ্টা করতে এই ওপিডিগুলো বদ্ধপরিকর।, যেমন- ডিজিটাল ক্ষেত্রে বাদ পড়ে যাওয়াকে মোকাবেলা করা, এবং অতিমারী-পরবর্তী প্রোগ্রাম এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য এই ওপিডিগুলো বদ্ধপরিকর।

আঁখি একটি সবুজ রংয়ের প্লাস্টিক চেয়ারে বসে আছেন। তাকে ঘিরে বসেছেন তার পরিবারের সদস্যরা এবং লাইট ফর দ্য ওয়ার্ল্ড এর কর্মীরা। তার শিক্ষাজীবন অব্যহত রাখার বিষয়ে কোভিড-১৯ সংকটের সময় তিনি ইনক্লুশন ফিউচার্স এর সহায়তা লাভ করেছেন। © লাইট ফর দ্য ওয়াল্ড

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচ্য বিষয়াদি

সাক্ষাৎকার ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এফসিডিও এবং ডিজএবিলিটি ইনক্লুশন হেল্পডেস্ক, কোভিড ১৯ এর সাড়াদান ও পুনর্গঠনে সহায়তা করতে এবং ভবিষ্যতের সংকট মোকাবেলার সময়ে বর্তমান অভিজ্ঞতা লব্ধ শিক্ষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রভাবক বা এ্যাক্টরদের অধিকতর বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত অগ্রাধিকারগুলো বাছাই করেছে। ওপিডিগুলোর অগ্রধিকারের ক্ষেত্রসমূহ এবং প্রত্যেক এ্যাক্টরের প্রতি তাদের সুপারিশসমূহ বোঝা ও চিহ্নিত করার জন্য ওপিডিদের সাথে আরও আলোচনা ও তাদের সম্পৃক্ত করার জন্য সুপারিশ করা যাচ্ছে।

সরকারঃ

দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়াদান বিষয়ক টাস্ক ফোর্সে এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্গঠন সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ওপিডিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা।

প্রতিবন্ধী নারীদের সংগঠন এবং স্বল্প প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গোষ্ঠীসহ বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ওপিডিগুলোকে সম্পৃক্ত করার কাজটি এগিয়ে নেয়া।

কোভিড ১৯ এর সাড়াদান কার্যক্রমে যে (অন্তত) প্রতিবন্ধিতা, লিঙ্গ এবং বয়স ভিত্তিক আলাদা আলাদা তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, চাহিদা মূল্যায়ণ করা হচ্ছে এবং যোগাযোগ, সামাজিক সুরক্ষা, জিবিভি পরিষেবা, মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, এবং শিক্ষাসহ প্রধান প্রধান সেবা ও খাতগুলো জুড়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক নিবন্ধন জোড়ালোভাবে উপস্থিত রয়েছে তা নিশ্চিত করতে ওপিডিগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তিতে একত্রে কাজ করা।

সবার জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহজলভ্য অনলাইন পরিবেশ নিশ্চিত করতে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতার বৈষম্যের নিষ্পত্তি করা।

প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের সহিংসতা মুক্ত জীবন যাপনের অধিকার তুলে ধরার জন্য ওপিডি, নারী সংগঠন, জিবিভি সেবাদানকারী এবং অন্যান্যদের সাথে কাজ করা।

সুশীল সমাজ এবং মানবিক সহায়তা কর্মীঃ

দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়াদান টাস্ক ফোর্সে এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্গঠনের জন্য অন্যান্য আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ওপিডিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা।

প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তিমূলক জিবিভি (লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা) প্রতিরোধ ও সাড়াদানের কাজে সরকার, ওপিডি এবং জিবিভি পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা তুলে ধরা, এবং আইএনজিও ও ওপিডিগুলোর মধ্যে আরও ন্যায়সঙ্গত অংশীদারিত্ব এবং অর্থপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধি ও

অধিকার আদায়ের এ্যাডভোকেট হিসেবে ওপিডি-দের কর্তৃত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং প্রচার নিশ্চিত করবে।

দাতা এবং অংশীদারঃ

কোভিড -১৯ চলাকালীন ও পুনরুদ্ধারের সময় এবং পরবর্তীতে অন্যান্য সংকট মোকাবেলায় ওপিডিগুলোর জন্য অধিকতর নমনীয়, মূল এবং দীর্ঘমেয়াদী বাড়তি তহবিল সরবরাহ করা।

মূল প্রায়োগিক খরচ, সাংগঠনিক ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং কর্মীদের ব্যয় নির্বাহের তহবিলের পাশাপাশি প্রকল্প-ভিত্তিক তহবিল কে অন্তর্ভূক্ত করে এমন অর্থায়ণ পদ্ধতির বিকাশ বা গঠনের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ওপিডিগুলোর পরামর্শ নেয়া।

তহবিল প্রদানের ক্ষেত্রে- তহবিলটি যে প্রতিবন্ধী নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বল্প প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠী সহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ওপিডির প্রকৃত প্রয়োজন, অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র এবং পরিস্থিতির প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ, তা নিশ্চিত করতে ওপিডি-দের সাথে পরামর্শ করা।

যে বিষয়গুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী নারী ও স্বল্প-প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠির প্রতিনিধিত্বকারী ওপিডি সহ অন্যান্য ওপিডিগুলোকে প্রভাবিত করে থাকে সেগুলোকে ভালোভাবে বোঝার জন্য, বিচ্ছিন্ন বা পৃথক তথ্যের সাথে সম্পর্কিত ব্যবধান সহ তথ্য প্রমাণাদির মধ্যে বিদ্যমান শূণ্যস্থান (এভিডেন্স গ্যাপ) পূরণের জন্য বিনিয়োগ করা।

জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক ক্ষেত্রে কোভিড -১৯ সাড়াদানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ওপিডিগুলোর অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য কূটনৈতিক প্রভাবের সদ্ব্যবহার করা।

ওপিডিঃ

সরকারের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পৃক্ততা অব্যাহত রাখা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্ত বৈচিত্র্য যেমন- প্রতিবন্ধী নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বল্প প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠীদের সরকারি কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে- এটা নিশ্চিত করা।

আম্ব্রেলা বা ছাতার ন্যায় ওপিডিগুলো অতিমারী সাড়াদান প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাগুলো সংগ্রহ ও অন্যদের সাথে ভাগ করার ক্ষেত্রে একটি ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে এবং সরকার, দাতা ও অন্যান্য উন্নয়ন ও মানবাধিকার কর্মীদের সাথে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করতে পারে।

তহবিলের উৎসকে বৈচিত্র্যময় করার উপায় খুঁজে বের করা এবং যেখানে সম্ভব সেখানেই মূল তহবিল তৈরি করা।

অধিকতর গবেষণার বিষয়সমূহঃ

আগে থেকেই মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছেন এমন ব্যক্তি এবং মনোসামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য নীতি এবং পরিষেবা সহ অতিমারী চলাকালীন সময়ে নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে (এলএমআইসি) মানসিক স্বাস্থ্য নীতি এবং পরিষেবার অবস্থা।

জিবিভি পরিষেবায় ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় বা ইন্টারসেকশনালিটি ও প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিকরণ, এবং নারী অধিকার সংস্থা, জিবিভি সেবাপ্রদানকারী ও প্রতিবন্ধী নারীদের সংগঠনের মধ্যে কোলাবরেশন।

কোভিড -১৯ অতিমারীর সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি, এবং সবচেয়ে বেশি বাদ পড়ে যাওয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছে ওপিডিগুলোর পৌঁছে যাওয়া।

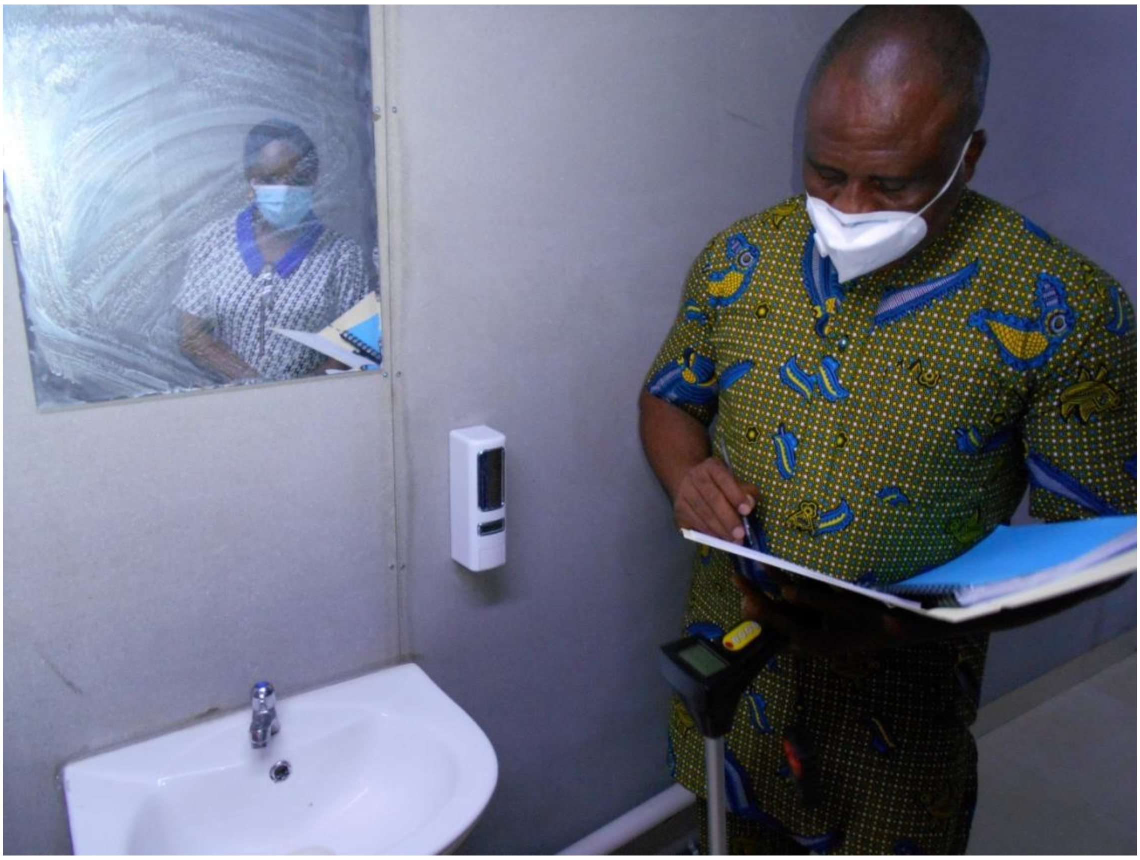

পরিষেবাসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য কি-না এতদ বিষয়ে ইনক্লুসিভ ফিউচার্স এর কাজের অংশ হিসেবে নাইজেরিয়াতে কোভিড-১৯ পরীক্ষার একটি কেন্দ্রে প্রবেশগম্যতার নীরিক্ষা।© সাইটসেভার্স

২। ভূমিকা

২০২০-এর শুরু থেকে কোভিড -১৯ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে মাত্রাহীন ভোগান্তি, অসুস্থতা এবং মৃত্যুর সাথে সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর অসমানুপাতিক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তাদের অন্তর্নিহিত স্বাস্থের অবস্থা, অস্বাভাবিক অসুবিধাজনক পরিস্থিতি এবং তথ্য, পানি, স্যানিটেশন,পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যসেবায় অনাভিগম্যতার কারণে কোভিড -১৯ সংক্রমিত হওয়ার এবং/অথবা মারা যাওয়ার বাড়তি ঝুঁকিতে রয়েছেন (ডব্লিউএইচও, ২০২০)। বৈশ্বিক পরিসংখ্যান সীমিত, কিন্তু ২০২০ সালের মার্চ থেকে জুলাইয়ের মধ্যে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে কোভিড -১৯ এ সমস্ত মৃত্যুর ১০ জনের মধ্যে প্রায় ৬ জন (৫৯%) ছিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (ওএনএস, ২০২০)। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অতিমারীর গৌণ প্রভাব দ্বারাও অসমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবায় সীমিত অভিগম্যতা, কর্মসংস্থান হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্তিতে বাধা, মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভাব এবং সহিংসতা ও বৈষম্যের মাত্রা বৃদ্ধি (ডিজএবিলিটি ইনক্লুশন হেল্পডেস্ক (২০২০-২০২১) দেখুন)।

জনশ্রুতিভিত্তিক প্রমাণ থেকে ধারণা লাভ করা যায় যে ওপিডিগুলো অতিমারীর সাড়াদান প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, তবে ওপিডি-র কার্যক্রমের প্রভাব এবং পরিবর্তনের তথ্য অত্যন্ত সীমিত। এটি অনেক দেশে নাগরিক-স্থান বন্ধ করে দেবার পটভূমির বিরুদ্ধে কাজ করে এবং উদ্বেগ প্রকাশ করে যে কিছু কোভিড ১৯ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ জনগণের কণ্ঠকে দীর্ঘমেয়াদে রোধ করে দেয়ার এবং বৈরিতা ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধির পথ তৈরি করে দিয়েছে। অতিমারী থেকে পুনরুদ্ধারের সময় বৈষম্য বৃদ্ধির ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য; পদ্ধতি এবং নীতিমালাকে অতিমারী-পূর্ব সময়ের চেয়ে আরও প্রতিবন্ধী-অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য; এবং পরবর্তী বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলার জন্য পূর্ব-প্রস্তুতি যেন আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং কার্যকর হয় তা নিশ্চিত করার জন্য কোভিড -১৯ এ সাড়াদানের সময় প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তির প্রমাণ এবং অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করা অত্যাবশ্যক।

কোভিড -১৯ এর প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া ও জিম্বাবুয়েতে ওপিডিগুলোর ভূমিকা এবং পরিবেশের পরিবর্তনের একটি হালনাগাদ হিসাব প্রদানের সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণগুলোর মাঝে বিদ্যমান ব্যবধান মোচনে এই পরিস্থিতি প্রতিবেদনটি অবদান রাখতে ইচ্ছুক। এই রিপোর্টটি একটি ঝটিকা মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং প্রভাব সম্পর্কে একটি বিস্তারিত স্টাডি প্রদানের পরিবর্তে ১৬ টি ওপিডির নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের অভিজ্ঞতাগুলোর একটি স্ন্যাপশট বা সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদান করা হয়েছে। এটি প্রভাবকদের একটি বিস্তৃত দলের জন্য কিভাবে কোভিড -১৯ সাড়াদান কার্যক্রমে এবং পুনরুদ্ধারে ওপিডিগুলোকে সহায়তা, সম্পৃক্ত এবং অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে সম্পর্কে আরো গবেষণা করার মত এবং বিবেচনা করার মত মূল বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছে।

.

৩। গবেষণা পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা

এই পরিস্থিতি প্রতিবেদনটি একটি ঝটিকা মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা দুটি ধারাবাহিক গুণগত গবেষণার সাথে জড়িত ছিলঃ

একটি ডেস্ক ভিত্তিক সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা এবং তথ্য প্রমাণাদির মাঝে বিদ্যমান ফারাকের মূল্যায়ন, ওপিডিগুলোর কোভিড -১৯ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার উপর প্রকাশ্যে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমানের চিত্র। গবেষণা দলটি বৈশ্বিক প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলনের মূল স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত তথ্যসম্পদ পর্যালোচনার জন্য চিহ্নিত করার অনুরোধ জানায়।

কোভিড -১৯ অতিঅতিমারী কীভাবে বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া এবং জিম্বাবুয়ের ওপিডিগুলোতে প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়ে প্রাথমিক গবেষণা। গবেষণা দলগুলো সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনায় চিহ্নিত কিছু তথ্য প্রমাণাদির ঘাটতি পূরণের জন্য তিনটি দেশের ১৬ টি ওপিডির আধা-কাঠামোগত সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। আধা-কাঠামোগত সাক্ষাৎকারগুলো প্রতিটি দেশের জাতীয় স্তরের অনলাইন ফোকাস গ্রুপের আলোচনা বা এফজিডি দ্বারা পরিমাপ করা হয়েছিল, ফ্যাসিলিটেশনে ছিল আইডিএ, এবং মোট ২৩ টি সংগঠন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যারা ওপিডিগুলোর সাথে জড়িত এবং সুবিধাভোগী, তারা এতে অংশগ্রহণ করেছিল।

ডেস্ক ভিত্তিক সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা

গবেষণা দল প্রধান স্টেকহোল্ডার বা অংশীদারদের মাধ্যমে এবং অনলাইনে অনুসন্ধান, মূল প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক পোর্টাল ও রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে প্রমাণ সনাক্ত করেছে। অতিরিক্ত তথ্য-প্রমাণের জন্য টুইটার এবং লিঙ্কডইন ব্যবহার করেছে। যে সকল পরিভাষা ব্যবহার করে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে সেগুলো হলো: করোনাভাইরাস, করোনা, কোভিড -১৯, অতিমারী এবং প্রভাব, ভূমিকা, পন্থা, বাধা, চ্যালেঞ্জ, হস্তক্ষেপ, প্রোগ্রাম, গবেষণা, গবেষণা এবং সংগঠন, প্রতিবন্ধিতা, প্রতিবন্ধিতাসমূহ, প্রতিবন্ধী, অক্ষমতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, ওপিডি, ডিপিও , লিঙ্গ বা জেন্ডার, প্রতিবন্ধী নারী, আদিবাসী, মনোসামাজিক প্রতিবন্ধী, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধী, মানসিক স্বাস্থ্য, শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। এই প্রমাণ পর্যালোচনাটি আইডিএ-কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কিত কোভিড -১৯ সংক্রান্ত তথ্য আহরণের ম্যাপিংয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। দলটি কোভিড -১৯ ডিজএবিলিটি রাইটস মনিটর (ডিআরএম) এর অংশ হিসেবে তৈরি একটি বৈশ্বিক জরিপের উত্তরগুলোও পর্যালোচনা করেছে।[১]

[১] প্রাপ্য সময়ের ভিতরে সকল ডেটাসেটের বিশদ বিশ্লেষণ করা সম্ভব ছিল না।

যে সকল সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো নিম্নলিখিত মানদণ্ড পূরণ করতে পেরেছিল সেগুলোকে অত্র পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলঃ

লক্ষ্য বা ফোকাসঃ ওপিডিগুলোতে কোভিড -১৯ অতিমারীর প্রভাব, সাড়াদান এবং পুনরুদ্ধারে তাদের ভূমিকা, কার্যকর পন্থা এবং ওপিডিদের সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে বাঁধাসমূহের প্রমাণ।

সময়কালঃ মার্চ – ডিসেম্বর ২০২০

ভাষাঃ ইংরেজি

প্রকাশনার অবস্থাঃ সর্বজনীনভাবে লভ্য এবং অপ্রকাশিত উপাদানগুলো মূল স্টেকহোল্ডার এবং ডিআইডি প্রোগ্রামের অংশীদারদের মাধ্যমে আমাদের সাথে শেয়ার করা হয়।

ভৌগোলিক লক্ষ্যবিন্দুঃ নিম্ন এবং মধ্য আয়ের দেশসমূহ।

বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া এবং জিম্বাবুয়ের ওপিডিগুলোর সাথে প্রাথমিক গবেষণা

প্রাথমিক গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়াঃ "কোভিড -১৯ অতিমারী কীভাবে প্রতিবন্ধী নারীদের সংগঠন এবং স্বল্প-প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিদের সংগঠনসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলোকে প্রভাবিত করেছে?"

এই প্রশ্নটি সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনার সময় সনাক্ত করা তথ্য প্রমাণাদির মধ্যে বিদ্যমান ফারাকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে: সাংগঠনিক প্রভাব সহ ওপিডিতে কোভিড -১৯ এর প্রাথমিক ও গৌণ প্রভাব; কোভিড -১৯ মোকাবেলায় ওপিডির ভূমিকা নির্ধারণ; এবং কিছু ওপিডি সাড়াদান প্রক্রিয়ায় কেন বৃহত্তর ভূমিকা পালন করেছে তা বোঝা।

অনুসন্ধানের মূল ক্ষেত্রগুলো ছিলঃ

ওপিডিগুলোর কর্মক্ষমতা: প্রধান বাধা/সক্ষমতাগুলো কি ছিল?

ওপিডি-দের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র এবং উদ্দেশ্যঃ এগুলো কি পরিবর্তিত হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তবে কিভাবে এবং কেন? যে কোনো অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ পুনরায় চিহ্নিতকরণ তাদের কার্যক্রমের উপর কী প্রভাব ফেলেছে? কোভিড -১৯ সাড়াদানের ক্ষেত্রে তারা যে ধরনের ভূমিকা পালন করছে তার বিষয়ে এবং অন্যান্য প্রভাবকদের সাথে ওপিডি-দের সমন্বয়ের বিষয়ে এটি কীভাবে যুক্ত?

ওপিডি-দের জন্য তাদের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলোতে সম্পৃক্ত থাকা এবং তাতে কাজ করার সুযোগঃ অংশীদারিত্ব কী ভূমিকা পালন করেছে? তহবিলের প্রাপ্যতা? কোভিড -১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়ার নকশা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণে অংশগ্রহণ?

প্রকল্প রেফারেন্স দল ঘটনার সংখ্যা এবং/অথবা আর্থ -সামাজিক ধাক্কা অনুযায়ী অতিমারী দ্বারা প্রভাবিত দেশগুলোর একটি দীর্ঘ তালিকা প্রদান করে।[২] হেল্পডেস্ক তখন এফসিডিও- এর সাথে দেশগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা শেয়ার করে, এফসিডিও তাদের স্থানীয় কার্যালয়ের সাথে সম্ভাব্য ও যথাযথভাবে জড়িত থাকার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া এবং জিম্বাবুয়েকে বেছে নেয়।

গবেষণায় অংশগ্রহণের জন্য ওপিডিগুলোর একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করতে গবেষকের দলটি প্রকল্প রেফারেন্স গ্রুপ এবং এফসিডিও এর স্থানীয় অফিসগুলোর সাথেও পরামর্শ করেছিল। দলটি তখন একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করেছে এবং নিম্নলিখিত মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে সংস্থাগুলো নির্বাচন করেছেঃ প্রতিবন্ধী নারীদের সর্বনিম্ন ৫০% প্রতিনিধিত্ব; প্রতি দেশে অন্তত একটি জাতীয় আমব্রেলা সংগঠন; প্রতি দেশে প্রতিবন্ধী নারী এবং স্বল্প প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠীদের প্রতিনিধিত্বকারী কমপক্ষে চারটি সংগঠন; প্রতিবন্ধিতার ধরন এবং পরিচয় গোষ্ঠীসহ অংশগ্রহণকারীদের বৈচিত্র্য; এবং ভৌগোলিক বিস্তার।

তিনটি দেশ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রতিবন্ধী নারীদের পাঁচটি সংগঠন, তিনটি জাতীয় আম্ব্রেলা ওপিডি, শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুটি সংগঠন, ডাউন সিনড্রোম এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বকারী দুটি সংগঠন, আদিবাসী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি সংগঠন, অটিস্টিক ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংগঠন, মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং মনোসামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি সংগঠন এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংগঠন।

বিভিন্ন গোষ্ঠী কতটা স্বল্প প্রতিনিধিত্বশীল তার মাত্রা প্রেক্ষাপট অনুসারে পরিবর্তিত হয়, তাই প্রকল্প রেফারেন্স গ্রুপের সদস্যরা প্রতিটি দেশে কোন কোন গোষ্ঠীর উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে তার সুপারিশ প্রদান করে।

গবেষক দল প্রতিটি দেশে পাঁচ থেকে ছয়টি করে মোট ১৬টি ওপিডির সাক্ষাৎকার নেয়।[৩] গবেষকরা প্রতিটি সংস্থার সাথে দুটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, যা প্রায় দেড় ঘন্টা স্থায়ী ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণকারীদের উপর সময়ের অতিরিক্ত চাপ এড়াতে এবং মূল্যায়নকারীদের ডেটা বিশ্লেষণ করা ও দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে প্রথম এবং দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের মধ্যে এক সপ্তাহ ব্যবধান রাখা হয়েছিল।

প্রথম সাক্ষাৎকারে একটি স্টোরিবোর্ড অনুশীলন ছিল, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের অতিমারীর আগে (মার্চ ২০২০ এর ছয় মাস আগে) থেকে শুরু করে, মার্চ ২০২০-পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তাদের প্রতিষ্ঠানের যাত্রাপথ ম্যাপ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

---

[২] প্রকল্প রেফারেন্স গ্রুপ নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত: দি ফরেন কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস, ইন্টারন্যাশনাল ডিজঅ্যাবিলিটি অ্যালায়েন্স, ডিজঅ্যাবিলিটি রাইটস ফান্ড, সাইটসেভারস, ন্যাশনাল ইন্ডিজেনাস ডিজঅ্যাবলেড উইমেন অ্যাসোসিয়েশন ইন নেপাল এবং সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্ট।

৩ জিম্বাবুয়েতে দুটি মূল জাতীয় আম্ব্রেলা ওপিডি থাকায় জিম্বাবুয়েতে মোট ছটি ওপিডির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারটি একটি প্রতিফলন পন্থা অবলম্বন করেছে যেখানে উদীয়মান থিম বা বিষয়বস্তুগুলি আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছিল, যেমন- বাঁধাসমূহ, সুযোগসমূহ, অংশীদারিত্বের উপর প্রভাব এবং প্রাপ্ত শিক্ষা। সাক্ষাৎকারগুলো মাইক্রোসফট টিম এবং জুমের মাধ্যমে দূর থেকে নেওয়া হয়েছিল। প্রয়োজন অনুযায়ী অনুবাদ এবং ব্যাখ্যার প্রদান করা হয়েছিল, এবং সময় ও ইন্টারনেট ডেটার খরচ পুষিয়ে দিতে অংশগ্রহণকারী ওপিডিদের সামান্য কিছু প্রতিদান দেওয়া হয়েছিল।

প্রতিটি দেশে জাতীয় স্তরের অনলাইন এফজিডি দ্বারা আধা কাঠামোগত সাক্ষাৎকারগুলো ত্রিভুজ আকারে নেয়া হয়েছিল, যার ফ্যাসিলিটেশন করে আইডিএ। এফজিডি-গুলো স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় বা আম্‌ব্রেলা ওপিডিগুলোর বৈচিত্র্যতাকে একত্রিত করে কোভিড -১৯ অতিমারী কিভাবে তাদের প্রভাবিত করেছে তা জানার জন্য সুযোগ করে দেয়। মূল্যায়ন দলটি দুটি এফজিডি তে অংশ নিয়েছিল এবং প্রতিলিপি তিনটি এফজিডির সবগুলোর জন্যই প্রদান করা হয়েছিল। এই এফজিডি গুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য আইডিএ তাদের চলমান অতিমারী কার্যক্রমের অংশ হিসাবেও ব্যবহার করবে।

সাক্ষাৎকার এবং এফজিডি-গুলো সাংকেতিকভাবে লিপিবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, এবং ফলাফলগুলো লিখে রাখা হয়েছিল। অংশগ্রহণকারী ওপিডি এবং প্রকল্প রেফারেন্স গ্রুপকে খসড়া সম্পর্কে মতামত দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, সেসব মতামত গৃহীত এবং অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।[৪]

পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা

প্রমাণ পর্যালোচনা ছয় দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এর মাঝে প্রমাণের মান নির্ণয় করার জন্য ব্যবধান সম্পূর্ণরূপে ম্যাপিং করা সম্ভব হয়নি।[৫] এই পর্যালোচনাটি ইংরেজিতে এবং এলএমআইসি সম্পর্কিত হয়ে মার্চ ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে, গবেষণা দলটি প্রতিবন্ধী নারীদের ওপিডি, জাতীয় আম্‌ব্রেলা ওপিডি, এবং স্বল্প প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওপিডি সহ তিনটি দেশ জুড়ে মাত্র ষোলটি ওপিডির সাক্ষাৎকার নিয়েছে (পাঁচটি বাংলাদেশ থেকে, পাঁচটি নাইজেরিয়া থেকে এবং ছয়টি জিম্বাবুয়ে থেকে)। এই দ্রুত মূল্যায়নের ফলাফলগুলি তাই তিনটি দেশের সকল ওপিডির অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করে না।

---

[৪] এই প্রতিবেদনে, যেখানে "যেসব ওপিডি-এর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে" উল্লেখ করা আছে, সেগুলোর মানে হচ্ছে- এসব ওডিপির পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি সাক্ষাৎকার বা এফডিজিতে অংশ নিয়েছেন। যেখানে সাক্ষাৎকার বা এফজিডি থেকে আলাদা আলাদা ফলাফল পাওয়া গেছে, সেগুলোকে এভাবে বিশেষিত করা হচ্ছে।

[৫] একটি সম্পূর্ণ তথ্য প্রমাণাদির ব্যাবধান নকশার জন্য সাধারণত 6-12 মাস ও ন্যূনতম 3 মাস প্রয়োজন। (দেখুন: হোয়াইট, এইচ, আলবার্স, বি, গার্ডার, এম, এবং অন্যান্য। (২০২০) একটি ক্যাম্পবেল প্রমাণ এবং ব্যবধান ম্যাপ তৈরির জন্য নির্দেশনা। ক্যাম্পবেল পদ্ধতিগত পর্যালোচনা। ১৬:ই ১১২৫)।

ওপিডি-দের প্রদত্ত নমুনা বৈচিত্র্যময় হলেও বিভিন্ন ধরণের ওপিডির যে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য রয়েছে তাদের সবার প্রতিনিধিত্ব করে না। অতএব এই ফলাফলগুলো নারীদের ওপিডি ও স্বল্প প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠীগুলির জন্য, অথবা সাধারণভাবে ওপিডিগুলোর জন্য অনন্য কিনা তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সরকারি প্রতিনিধিদের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের সাক্ষাৎকার নেওয়াও সম্ভব ছিল না।

সমস্ত তথ্য দূর থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। দুর্বল সংকেত এবং দূরবর্তী যোগাযোগ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং শারীরিক প্রকাশভঙ্গী বোঝার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা পরিচালনার তুলনায় কিছু বাড়তি সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে।

কিছু সাক্ষাৎকার বাংলায় নেওয়া হয়েছিল এবং বাস্তব সময়ে তা ইংরেজিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। কিছু অংশগ্রহণকারী স্পর্শ-ইশারা ভাষা এবং ইশারা ভাষায় অনুবাদের সাহায্য নিয়েছেন। অনুবাদ এবং ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কিছু অর্থ হারিয়ে যেতে পারে এবং ভুল অনুবাদ/ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে, যদিও অংশগ্রহণকারীদের সাথে অর্থ যাচাই করে এবং মুখের অভিব্যক্তি দেখে গবেষকরা কিছুটা হলেও ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছেন। এছাড়াও সাক্ষাৎকারের আগে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের এবং দোভাষীদের কাছে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল।

কোভিড-১৯ এর কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে অবনতি ঘটলে এলিজা তার খামার-ব্যবসা পুনরায় চালু করা জন্য ইনক্লুসিভ ফিউচার্স এর সহায়তা পেয়েছিলেন।© Light for the World / InBusiness

৪। পটভূমিঃওপিডিগুলোর কোভিড-১৯-পূর্ব অবস্থা

অতিমারীর আগে, এই ঝটিকা মূল্যায়নের জন্য সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া ওপিডিগুলো মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে সমানভাবে সমাজের সদস্য হিসেবে বসবাস করতে পারে তাদের সেই অধিকার আদায়ের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি, আডভোকেসি এবং সেবা প্রদানের দিকে মনোনিবেশ করছিল।

প্রতিবন্ধী মানুষের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান, সহায়ক প্রযুক্তি প্রদান এবং তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ওপিডিগুলোর ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশে ওপিডিগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকার প্রদত্ত অর্থ-সহায়তা প্রাপ্তিতেও সহায়তা করছিল।

সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ ওপিডিই স্বতন্ত্র প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য স্বল্পমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক অনুদান, এবং/অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এবং তাদের পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া সদস্যপদ ফি, কর্পোরেট সোশ্যাল রিস্পনসিবিলিটি (সিএসআর) থেকে প্রাপ্ত অনুদান এবং পাবলিক ফান্ডরেইসিং(তহবিল গঠন) ইভেন্টের উপর নির্ভর করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করত। ওপিডি-দের জন্য থাকা তহবিল বা ফান্ডের পরিমান ও পরিসরের সীমাবদ্ধতা তাদেরকে অতিমারীজনিত অর্থনৈতিক ধাক্কাগুলোর কাছে বিশেষভাবে বেকায়দায় ফেলে ও অপ্রস্তুত করে দেয়।

প্রতিবন্ধী অধিকারের জন্য ইউএনসিআরপিডি-এর পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, অনেক ওপিডি অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাঁধাগুলো চিহ্নিত এবং অপসারণের জন্য সরকার, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ সংগঠন (সিএসও) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে জড়িত ছিল। যাইহোক, ওপিডিগুলোর জন্য থাকা তহবিলের পরিমাণ ও ধরণের সীমাবদ্ধতা, নাগরিক জমায়েতের স্থান সংকোচন এবং বাড়তে থাকা জটিল বিধিবিধানগুলি ওপিডিদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তৈরি এবং বিস্তৃত কৌশল বাস্তবায়নকে বাঁধাগ্রস্ত করে তোলে।

২০২০ সালের মার্চ মাসে যখন কোভিড -১৯ অতিমারীর প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, তখন লকডাউন দেয়া হয় যা অনেক ওপিডিকে কয়েক মাস ধরে তাদের কার্যক্রম কমাতে বা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করে। অতিমারীটির প্রথম কয়েক মাসের বৈশিষ্ট্য ছিল- ধাক্কা ও বিভ্রান্তি, ওপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অভিগম্য ফরম্যাটে প্রদত্ত তথ্যের সীমাবদ্ধতা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগে অসুবিধা।

৫। ঝটিকা মূল্যায়নের ফলাফল

ফলাফল ১:

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ এবং ওপিডিগুলো দুর্যোগ পরিকল্পনা এবং সাড়াদান প্রক্রিয়া থেকে বিপুল ভাবে বাদ পড়ে গিয়েছিল। একই সাথে, অতিমারী দেখা দিতে শুরু করার সাথে সাথে অনেক ওপিডি অনলাইনে সরকারি কর্মকর্তাদেরকে তাদের কাজকর্মের সাথে জড়িত থাকার জন্য অনুরোধ করেও কোনো জবাব পায়নি। কিছু প্রমাণ আছে যে ওপিডিগুলো একইভাবে অন্য দেশগুলোতেও অতিমারী সাড়াদান পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে (আইডিএ, ২০২০সি)।

সাক্ষাতকারে অংশ নেয়া কিছু ওপিডি-এর প্রতিনিধিরা এমন কিছু উদাহরণের কথাও জানিয়েছেন যেখানে অতিমারী চলাকালীন সময়ে কারিগরী সহায়তা পাবার অনুরোধ করে, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য জানতে সরকার তাদের সাথে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ করেছিল। অভিজ্ঞতার পার্থক্যের কারন হিসেবে বলা যায়, হয়ত সরকার কিছু ওপিডির সাথে জড়িত ছিল এবং অন্যদের সাথে জড়িত ছিল না, তাই। উদাহরণস্বরূপ, তিনটি দেশ জুড়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে কাজ করা ওপিডিগুলোর ক্ষেত্রে অন্যান্য ওপিডির তুলনায় অতিমারী চলাকালীন সরকারের সাথে কম সম্পৃক্ততা দেখা যায়। এই গবেষণা এবং অন্যান্য স্থান থেকে, কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক ওপিডি-দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তার উদাহরণগুলো হচ্ছে:

জিম্বাবুয়ের একটি সরকারি মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী নারীদের একটি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য ইশারা ভাষা প্রশিক্ষণের অনুরোধ জানায়, যাতে তারা কোভিড -১৯ অতিমারীর সময় এবং ভবিষ্যতে মানবিক সংকট উভয় ক্ষেত্রেই শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়।

সেন্টার ফর সিটিজেনস উইথ ডিজএ্যাবিলিটিস (সিসিডি) এবং ন্যাশনাল কমিশন ফর পারসনস উইথ ডিজএ্যাবিলিটিস (এনসিপিডব্লিউডি) কর্তৃক আয়োজিত একটি স্টেকহোল্ডার ফোরামের মতে, নাইজেরিয়া সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোভিড-১৯ টিকা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেবার জন্য ২০২১ সালের মে মাসে জাতীয় ওপিডিগুলোর সাথে কাজ করেছে বলে জানা গেছে (কোয়ালিটিটিভ ম্যাগাজিন, ২০২১)।

ফলাফল ২:

দুর্যোগ পরিকল্পনা এবং সাড়াদান প্রক্রিয়ার মূল পরিষেবাগুলো থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাদ পড়ে যাবার অভিঘাত মোকাবেলায় ওপিডিগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাবের অনেকগুলোই ঘটে থাকে দুর্যোগ পরিকল্পনা ও সাড়াদান ব্যবস্থা থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ওপিডি-দের বাদ দেওয়ার ফলে। দুর্যোগ পরিকল্পনায় সরকার ও মানবিক সহায়তা কর্মীরা ওপিডিগুলোর সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করা তো দূরে থাক, অনেক ওপিডিই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা পর্যাপ্তভাবে চিন্তা না করে নেয়া নীতিগত সিদ্ধান্তগুলোর ফলাফল মোকাবেলা করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যায়। অনেক ওপিডি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়গুলো পর্যাপ্তভাবে বিবেচনায় না নিয়ে তৈরী করা নীতিগত সিদ্ধান্তের কুফল প্রশমিত করার চেষ্টা করে । এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিতে পদ্ধতিগত ব্যবধানগুলোকে তুলে ধরে এবং কিছু ওপিডি প্রতিবন্ধিতার দাতব্য মডেলে ফিরে আসার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সক্রিয় নাগরিক, যাদের জনসেবায় সমান অংশগ্রহণ এবং সুবিধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে, তারা এর পরিবর্তে সহায়তার নিষ্ক্রিয় প্রাপক হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ।

> ‘’ আমরা [প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তি] এর উপর অধিকার-ভিত্তিক পন্থা অবলম্বন করার চেষ্টা করছি। আমরা চাই সংসদ সদস্য [এবং অন্যান্য] স্টেকহোল্ডাররা বলুক যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রয়েছে। কিন্তু এখন এটি আমাদের আবারও পিছনে টেনে নিয়েছে। এটা বলতে গিয়ে যে, আমাদের খাদ্য এবং বস্ত্র সাহায্য দরকার। অধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি একটি ধাক্কা ছিল... আমরা আবার মানুষের কাছে খাবার এবং মৌলিক জিনিসগুলো চেয়ে চেয়ে দাতব্য কাজে ফিরে যাচ্ছি। সুতরাং এটি সত্যিই একটি ধাক্কা ছিল যা আমাদের পিছনে ফিরিয়ে নিয়েছে।”
>
> জিম্বাবুয়ের প্রতিবন্ধী নারীদের একটি সংগঠনের প্রতিনিধি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ওপিডিগুলোর সঙ্গে সরকারের সীমিত সম্পৃক্ততা মূল পরিষেবাগুলোতে নিম্নলিখিত প্রভাব ফেলেঃ

তথ্য অভিগম্যতা:

অতিমারী সম্পর্কে সরকারি তথ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছে অভিগম্য ছিল না। ওপিডিগুলি অভিগম্য তথ্যের জন্য অ্যাডভোকেসি করার, উৎপাদন এবং প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। টিভি এবং রেডিওতে সরকার প্রদত্ত তথ্য প্রায়শই শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষায় কথা বলে না এমন ব্যক্তিদের কাছে অভিগম্য ছিল না, তাই ওপিডিগুলো হোয়াটসঅ্যাপে (জিম্বাবুয়ে এবং নাইজেরিয়ায়) এবং ফেসবুকে (বাংলাদেশে) তথ্য সরবরাহ করে ব্যবধান পূরণ করে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কোভিড -১৯ অতিমারী এবং সংক্রমণ রোধে কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সে বিষয়ে ওপিডিগুলো মা-বাবা অথবা পরিবারের অন্য সদস্যদের তথ্য প্রদান করে। তিনটি দেশের সরকারই অবশেষে

অপ্রবেশগম্য তথ্য এবং যোগাযোগের সমস্যা সংশোধন করেছে, কিন্তু আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে উক্ত পরিস্থিতি রোধ করা যেত।

সামাজিক সুরক্ষা:

অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সরকারি খাদ্য এবং আর্থিক সহায়তা বা সামাজিক সুরক্ষা পায়নি। সামাজিক সুরক্ষা স্কিমগুলোতে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে অ্যাডভোকেসি, নিজেদের সীমিত সম্পদ দিয়ে সহায়তা প্রদান এবং/অথবা চাহিদার মূল্যায়ন ও প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ থেকে বিপনন পর্যন্ত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে ওপিডিগুলো সরকারের সাথে কাজ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ওপিডিগুলো অতিমারীর প্রথম বছরে আর্থিক ও মানসিকভাবে দুর্দশাগ্রস্থ এবং খাদ্য বা আর্থিক সহায়তা না পাওয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রচুর সংখ্যক অনুরোধ পেয়েছিল। ওপিডিগুলো ছিল তথ্য, পরামর্শ এবং সহায়তার একটি বিশ্বস্ত উৎস, সবচেয়ে স্পষ্টত বাংলাদেশ এবং জিম্বাবুয়েতে, যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিবন্ধন ও বিতরণে পদ্ধতিগত ব্যবধানের কারণে সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার সহায়তা মানুষের কাছে পৌঁছায়নি।

সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া ওপিডি প্রতিনিধিরা বলেছিলেন যে, অতিমারীর পূর্বে ওপিডি-দের সরকার এবং অন্যান্য মানবাধিকার কর্মীদের দুর্যোগ ঝুঁকি পরিকল্পনায় আরও ভালভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাদ পড়ে যাওয়া এবং ওপিডি-দের উপর চাপ রোধ করা যেত। অতিমারীটির প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার, অন্যান্য কর্মী এবং ওপিডিগুলোর মধ্যে সমন্বয় হলে আরো দক্ষভাবে লক্ষ্য নির্ধারনে সক্ষম হতো এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মৌলিক চাহিদাগুলি পর্যাপ্তভাবে পূরণ করতে পারত।

ছয়টি ওপিডি (বাংলাদেশে তিনটি, নাইজেরিয়ায় দুটি, জিম্বাবুয়েতে একটি) সরাসরি নগদ অর্থ এবং/অথবা খাদ্য প্যাকেজ প্রদান করে সাহায্যের অনুরোধের সাড়া দেয়। দুটি ক্ষেত্রে (নাইজেরিয়া এবং বাংলাদেশ) ওপিডিগুলো সরকারের সাথে সমন্বিত ভাবে তাদের বিদ্যমান সদস্যদের মাঝে ওপিডিদের দ্বারা সহায়তা বিতরণের অর্থায়ন করেছে। অন্যান্য চারটি ক্ষেত্রে, ওপিডিগুলো নগদ অর্থ এবং খাদ্য সহায়তা বিতরণের জন্য বেসরকারি তহবিল ব্যবহার করেছিল।

নগদ অর্থ ও খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমের সাথে ওপিডি-দের জড়িত করা কিছুটা জটিল ছিল। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে একটি ওপিডির অর্থ সহায়তা প্রদান করার কোনো পূর্ব- অভিজ্ঞতা ছিল না, তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-কেন্দ্রিক একটি আইএনজিও এবং বৃহত্তর ওপিডির সহায়তায় তারা ১৫৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ ৩০০ জন সামাজিকভাবে বাদ পড়া নারী এবং ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে সামান্য কিছু নগদ অর্থ বিতরণ করেন, যাদের অধিকাংশই ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য সেই অর্থ ব্যবহার করেছিলেন। বাংলাদেশের একটি তুলনামূলক বৃহৎ ওপিডি প্রায় ৫৮ ইউরোর (৭০০০ টাকা) ৫৫০ টি এককালীন নগদ অর্থ সহায়তা বিতরণ করে; এবং নাইজেরিয়ায় একটি ওপিডি ছয়টি কাউন্সিল এলাকা জুড়ে প্রায় ৪০০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য খাদ্য প্যাকেজ বিতরণ করেছে।

বেশিরভাগ ওপিডিগুলোতে বড় আকারের খাদ্য এবং অর্থ সহায়তা প্রদান বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং ব্যবস্থা সীমিত ছিল। জিম্বাবুয়ের একজন ওপিডি প্রতিনিধি আলোকপাত করেছেন যে তাদের সংস্থা এই কার্যক্রমগুলো চালিয়ে যেতে পারেনি এবং উদ্বেগ প্রকাশ

করেছেন যে তারা হয়ত অব্যাহত সহায়তার প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যান্য দেশ থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ একই প্রবণতা নির্দেশ করে।

উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ওপিডি অনুরোধের সংখ্যার আধিক্যের কারণে পর্যাপ্ত ত্রাণ সরবরাহ করতে অপারগ হয়ে পড়েছিল (আইডিএ ২০২০ ডি)। উগান্ডায় একটি জরিপে ৭০% উত্তরদাতা বলেছিলেন যে সরকারি সহায়তা তাদের বেঁচে থাকার চাহিদা পূরণ করতে পারেনি এবং যদিও বেশিরভাগ উত্তরদাতারা মনে করেন যে ওপিডিগুলো তাদের জন্য সহায়ক ছিল, ২১% সম্পদের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে বলেন যে তাঁরা মনে করেন ওপিডি খুব একটা সহায়ক ছিল না (এডিডি ইন্টারন্যাশনাল, ২০২০)।

জিম্বাবুয়ে এবং বাংলাদেশে, ওপিডিগুলো নিবন্ধনের সময়ে সরকার এবং অন্যান্য প্রভাবকদের পদ্ধতিগত ব্যর্থতার কারণে সৃষ্ট বিধিবিধানের শূন্যতা পূরণের জন্য খাদ্য ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশে যেসকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি প্রতিবন্ধী পরিচয়পত্র ছিল না তারা আর্থিক সহায়তা নিতে পারেনি, এবং জিম্বাবুয়েতে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আর্থিক ও খাদ্য সহায়তা নিতে পারেনি কারণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়তা প্রদান করার কোনো জাতীয় ডেটাবেস ছিল না।

অতিমারী চলাকালীন সময়ে অন্যান্য দেশেও সামাজিক সুরক্ষা থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাদ দেয়ার প্রমাণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক অংশীদার (ইউএনপিআরপিডি) লক্ষ্য করেছে যে, অতিমারী চলাকালীন সময়ে সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা ঘোষণা করা ১৯৫টি দেশের মধ্যে মাত্র ৭৫টি দেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির কথা উল্লেখ করেছে (ইউএনপিআরপিডি,২০২০)। ১৩৪ টি দেশের ২,১৫২ জনের কোভিড -১৯ প্রতিবন্ধী অধিকার মনিটর জরিপে দেখা গেছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ৬.৫% (১৩৪) জানিয়েছেন যে সরকার অতিমারী চলাকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে এবং মাত্র ১২% (২৫৪) জানিয়েছেন যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষায় অভিগম্যতা ছিল (ব্রেনান, ২০২০)।

আম্ব্রেলা সংগঠনগুলোও অতিমারী সম্পর্কিত তথ্য অভিগম্য করতে অনুরোধ জানিয়ে, বা কর্মীদের এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য তাদের কার্যক্রমগুলো কীভাবে পরিবর্তন করতে হবে সে বিষয়ে তাদের অংশীদার ওপিডি-দের কাছ থেকে পরামর্শের প্রদানের জন্য আহ্বান পেয়েছেন। জিম্বাবুয়ের একটি আম্ব্রেলা ওপিডি সরকারের সাথে সমন্বয় করে ওপিডি সদস্যদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ করে যাতে তারা নিরাপদে কাজ করতে পারে এবং সরকারি সহায়তা এবং তথ্যের অভিগম্যতার উন্নয়ন ঘটাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সদস্যদের স্মার্ট ফোন প্রদান করে।

জিবিভি (জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা) মোকাবেলা:

ওপিডি গুলো লক্ষ্য করে যে, লকডাউনের সময় এবং অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হওয়ার পর প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে জিবিভি সংক্রান্ত ঘটনার বেড়ে গিয়েছে। **জিবিভির শিকার ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা সরবরাহ করতে গিয়ে ওপিডিগুলো বাধার সম্মুখীন হয়।**

ওপিডি প্রতিনিধিরা ধারণা দিয়েছেন যে অতিমারীজনিত গভীর দারিদ্র্য, উচ্চ মাত্রার মানসিকচাপ এবং পারিবারিক পীড়া প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে জিবিভি বৃদ্ধিতে

অবদান রেখেছে এবং স্বামী ও পরিবারের সদস্যরা লকডাউনের সময় আরও প্রকাশ্যে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের অপব্যবহার ও শোষণ করতে পেরেছে। এটি 'ছায়াবৃত অতিমারী' এর প্রমাণ ও একাধিক দেশ থেকে পাওয়া প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে জিবিভি ঝুঁকি বৃদ্ধির প্রতিবেদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, জিম্বাবুয়েতে কোভিড -১৯ এর সময় প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে জিবিভি বৃদ্ধির প্রতিবেদন এবং সতর্কবার্তা এসেছে (মার্টিন এবং অ্যালেনব্যাক, ২০২০; আইসিওডি জিম্বাবুয়ে, ২০২০)। কোভিড -১৯ প্রতিবন্ধী অধিকার মনিটর ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন এবং কর্তৃপক্ষ ও পরিবারের সদস্যদের দ্বারা হয়রানি সহ প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে জিবিভিতে নাটকীয় বৃদ্ধির অসংখ্য প্রতিবেদন খুঁজে পেয়েছে (ব্রেনান, ২০২০)। বিশ্বজুড়ে উত্তরদাতারা তুলে ধরেছেন যে, সরকার প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি (আইবিড)।

অতিমারীর পূর্বে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রতিবন্ধী নারী এবং কন্যাশিশুদের বেলায় তাদের ঘনিষ্ট সহযোগী দ্বারা সহিংসতার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা দুই থেকে চারগুণ বেশি (ডাঙ্কল এবং অন্যান্য,২০১৮)। প্রতিবন্ধী নারী এবং কন্যাশিশুরা তাদের লিঙ্গ এবং প্রতিবন্ধীত্ব উভয়ের প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাবের কারণে সহিংসতার সম্মুখীন হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক ঝুঁকিতে রয়েছে। তারা বিশেষভাবে সেইসব অপরাধীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিনত হতে পারেন যারা প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতাহীন ও মর্যাদাহীন বলে মনে করে, এবং সেসব অপরাধী যারা জানে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুরা সহিংসতা রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে বা সাহায্য চাওয়ার বেলায় কোন কোন বাঁধার সম্মুখীন হতে পারে (আইআরসি,২০১৯)।

প্রতিবন্ধী নারীদের সংগঠনগুলো জিবিভি সহায়তা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর সাথে ওপিডিগুলোর একত্রে কাজ করার গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। কেউ কেউ জোর দিয়ে বলেছেন যে, প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের পৃথকভাবে সেবাদানের জন্য ওপিডিগুলোতে বরাদ্দকৃত সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকায় এদের একত্রে কাজ করা দরকার। অন্যরা অতিমারী চলাকালীন সময়ে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্ত পরিষেবার অভাবের কারণ হিসেবে অতিমারীর আগে জিবিভি পরিষেবা প্রদানকারী সংগঠন এবং প্রতিবন্ধী নারীদের সংগঠনগুলোর মধ্যে সীমিত সম্পৃক্ততাকে নির্দেশ করেছে। তারা সেবার ক্ষেত্রে পরিবেশগত বাধা, যেমন আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের জন্য শারীরিকভাবে অপ্রবেশগম্য হওয়া এবং দৃষ্টিভঙ্গিজণিত বাঁধাসমূহ, যেমন অসম্মান ও বৈষম্য দুটিকেই উল্লেখ করেছে।

তিনটি দেশের প্রতিবন্ধী নারীদের সংগঠনগুলো নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন সময় গ্রামীণ এলাকায় প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে জিবিভি- এর ঘটনা রোধ করতে স্বেচ্ছায় নজরদারি ও ফলো-আপ করার জন্য কমিউনিটির সদস্যদের উপর নির্ভর করে। স্বেচ্ছাসেবীরা সম্প্রদায়ে জিবিভি ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করে এবং প্রতিবন্ধী নারীদের বলে যদি তারা সহিংসতার সম্মুখীন হয় তবে তা যেন জানায়, সে সময় ওপিডিগুলো স্বতন্ত্র ফোন কলের মাধ্যমে ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে, যা সময় এবং সম্পদ সাপেক্ষ ছিল। এই পন্থাগুলি স্বেচ্ছাসেবীদের এবং জিবিভি'র শিকার ব্যক্তি যারা ফোনের মাধ্যমে সহায়তা চায় তাঁদের নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে, বিশেষত যদি তারা অপরাধীদের সাথে একই স্থানে আটক থাকে। এই ঝুঁকিগুলো কতটুকু উত্থাপিত হয়েছিল এবং এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে ওপিডিগুলো কতটা প্রস্তুত ছিল তা স্পষ্ট নয়।

বাংলাদেশে একটি ওপিডি অতিমারী চলাকালীন সময়ে আর্থিক বঞ্চনার শিকার হয়েছেন এমন প্রতিবন্ধী নারীদের সাহায্য করার চেষ্টা করতে গিয়ে অনন্য বাঁধার কথা উল্লেখ করেছে। পরিবারের সদস্যদের দ্বারা তার সঞ্চয় এবং প্রতিবন্ধী ভাতা চুরি হওয়ার পর একজন মহিলা আত্মহত্যা করেন এবং ওপিডি আর্থিক নির্যাতনের অনুরূপ আরো প্রতিবেদন পেয়েছে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে, ওপিডিগুলো অতিমারীর কারণে বর্ধিত বাঁধাগুলোর ফলশ্রুতিতে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের উপযুক্ত পরিষেবা গ্রহনের জন্য পাঠানো কঠিন বলে মনে করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভ্রমণের দূরত্ব; অপ্রবেশগম্য পরিবহন; কাঠামোগত অপ্রবেশগম্যতা বা বৈষম্যমূলক জিবিভি পরিষেবা; অসংবেদনশীল পুলিশ এবং আইনি সেবা; সেসব সহায়ক বা যত্নকারীদের সাথে থাকার প্রয়োজনীয়তা যারা কিছু ক্ষেত্রে অপরাধী হতে পারে; এবং জিবিভি পরিষেবা দানকারী এবং ওপিডিগুলোর মধ্যে যোগাযোগের অভাব- চলাচলে নিষেধাজ্ঞার সময় আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে। কিছু ওপিডি জানিয়েছে যে তাঁরা তহবিল ও কর্মীর অভাবের কারণে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে জিবিভির বর্ধিত অভিযোগে সাড়া দিতে অপারগ ছিল। অন্যরা যারা বর্তমানে জিবিভি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে, তারা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

> "কোভিড চলাকালীন সময়ে আমরা যে অনলাইন আলোচনা শুরু করেছি তা এই বিষয়ে আমাদের বোধগম্যতা স্পষ্ট করেছে যে প্রতিবন্ধী নারীদের মাঝে আত্মবিশ্বাসও নেই [জিবিভি সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করার]। তারা তাদের কমিউনিটির মধ্যে যেসব বাধাধরা চিন্তাভাবনা এবং অসম্মান অনুভব করে তার কারণে তারা সেই সুবিধাগুলো ব্যবহার করার সাহসও করতে পারে না, বিশেষত যখন এটি যৌন এবং জিবিভি - এর সাথে সম্পর্কিত হয়। [এমন একটি মনোভাব আছে যে] যদি কেউ আপনাকে যৌন হয়রানি করে, আপনার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত কেউ আপনার সাথে ঘুমিয়েছে, [কারণ] আপনি কাঙ্ক্ষিত নন। "
>
> নাইজেরিয়ার প্রতিবন্ধী নারীদের সংগঠন।

পিয়ার সাপোর্ট এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা:

অতিমারীটি অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং পূর্বেও যাদের মানসিক স্বাস্থ্যের দুর্বল অবস্থা বিদ্যমান ছিল তাদের ও মনোসামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উভয়পক্ষের জন্যই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাড়াদান প্রক্রিয়ার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। এটি কোভিড -১৯ অতিমারীর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতার উপর আইডিএ- এর জরিপের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে, যেখানে প্রতিবন্ধী উত্তরদাতাদের ৮২% বলেছেন যে, তারা অতিমারী-পূর্ব সময়ের চেয়ে

বেশি উদ্বিগ্ন, নার্ভাস বা চিন্তিত এবং প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা উদ্বেগ এবং হতাশার জন্য সহায়তা চেয়েছেন (আইডিএ, ২০২০এ)। **ওপিডিগুলো প্রায়ই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য তথ্য, পিয়ার বা সহকর্মী সহায়তা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার মূল উৎস ছিল।**

তিনটি দেশ জুড়ে ওপিডিগুলো তাদের সদস্যদের দুর্দশার প্রতিবেদন প্রদান করেছে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অনানুষ্ঠানিক সহকর্মী-সহায়তা (পিয়ার সাপোর্ট) বা মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জানিয়েছে। একটি ছাড়া অন্য কোনো ওপিডিরই আনুষ্ঠানিক মানসিক স্বাস্থ্যসেবা এবং মনো-সামাজিক সেবা প্রদানের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের উদ্বেগ বা দুর্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য অনলাইনে পিয়ার সাপোর্ট ফোরাম এবং টেলিফোন হেল্পলাইন স্থাপন করেছিল যা অতিমারী এবং প্রাপ্য সহায়তা সম্পর্কে পরামর্শ এবং তথ্য সরবরাহ করেছে।

ডাউন সিনড্রোম, অটিজম, অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধিতা, এবং মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্য এবং পরিচর্যাকারীরা ওপিডিগুলোর সাথে তাদের বর্ধিত মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যারা দীর্ঘ সময় বাড়িতে আবদ্ধ থাকে, রুটিনে পরিবর্তন, জটিল স্বাস্থ্য পরামর্শ বোঝার চেষ্টা, মানুষের সাথে সীমিত যোগাযোগ এবং অতিমারীজনিত সাধারণ অনিশ্চয়তার কারণে বিশেষভাবে অস্থির ছিলেন তাদের যত্ন নেবার জন্য পরামর্শ নিতে তারা ওপিডি-দের সাথে যোগাযোগ করে। ওপিডিগুলো পরিবারের সদস্যদের এবং পরিচর্যাকারীদের সহকর্মী-সহায়তা (পিয়ার সাপোর্ট) প্রদানের জন্য প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিল, অথবা তারা টেলিফোনে সহায়তার জন্য অনুরোধে সাড়া দিয়েছিল।

জিম্বাবুয়ের দুটি ওপিডিতে দেখা গেছে যে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুরা যারা লকডাউনের পরে কেন্দ্রে ফিরে এসেছে তারা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং আচরণ করেছে। কেন্দ্রের কর্মীরা এই বাধার সাথে কিছুটা মানিয়ে নিতে সক্ষম হলেও, তাদের কাছে অতিরিক্ত বিশেষজ্ঞ সহায়তা লাভের মত সম্পদ-সংস্থান ছিল না। সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া ওপিডি প্রতিনিধিদের কেউই উল্লেখ করেননি যে, সরকার তাদের সাথে অতিমারী চলাকালীন সময়ে মানানসই বার্তা প্রেরণ বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবার ও যত্নকারীদের সহায়তা দানের বিষয়ে পরামর্শ করেছিল কিনা।

কোভিড-১৯ চলাকালীন সময়ে মলি ও তার পরিবারকে ইনক্লুশন ফিউচার্স এর আওতায় তাৎক্ষণিক ত্রাণ সহায়তা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।. © ব্র্যাক

কেস স্টাডি ১:

নাইজেরিয়ায় মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং মনো- সামাজিক প্রতিবন্ধিতা নিয়ে শি রাইটস ওম্যান-এর কাজ।

অতিমারীর আগে, শি রাইটস ওম্যান নাইজেরিয়ায় মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং মনোসামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মানবাধিকার-ভিত্তিক আইন করার পক্ষে অ্যাডভোকেসি; টেলিফোন হেল্পলাইনের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান; এবং একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে টুলস, সম্পদ, থেরাপিস্ট এবং পরামর্শদাতাদের অভিগম্যতা প্রদানের দিকে মনোনিবেশ করেছিল। যখন অতিমারী শুরু হয়, তারা মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার চাহিদায় হঠাৎ এবং দ্রুত বৃদ্ধি দেখতে পায়, এবং সংস্থাটি ক্রমবর্ধমান উদ্বিগ্ন এবং হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য তাদের টেলিফোন হেল্পলাইন সম্প্রসারণের দিকে মন দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা দুটি ছোট অনুদান নিয়ে তাদের টেলিফোন হেল্পলাইন টোল ফ্রি করেন, প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা চালু করেন এবং বিদ্যমান মনোবিজ্ঞানী এবং পরামর্শদাতাদের সংখ্যা বাড়িয়ে পরিষেবাটি সম্প্রসারণ করেছে। এছাড়াও তারা তাদের সেবাকে এমন একটি সংস্থার সাথে যুক্ত করেছে যারা যৌন সহিংসতার "ছায়াবৃত অতিমারী", যেটা জেগে উঠছে তার স্বীকৃতি দিয়ে, যৌন সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাশিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। অতিমারীটির প্রথম ৯মাসে সংগঠনটি তার অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম অনেকাংশে বন্ধ করে দেয়, আংশিকভাবে, তারা এটি করেছে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য, কিন্তু এছাড়াও তারা এটা উপলব্ধি করেছে যে আইন প্রণয়নের পক্ষে অ্যাডভোকেসি করার জন্য এটি সবচেয়ে কার্যকর সময় নয়। ২০২০ সালের অক্টোবরে, প্রতিবন্ধী অধিকার তহবিলের অর্থায়নে, শি রাইটস ওম্যান নাইজেরিয়ার মানসিক স্বাস্থ্য আইনের বিল সংক্রান্ত অ্যাডভোকেসি কাজ পুনরায় শুরু করে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা ও মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেল্ফ-অ্যাডভোকেট হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। গত ৯ মাসে মানসিক স্বাস্থ্য সংকটের সম্মুখীন হাজার হাজার মানুষের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করার অভিজ্ঞতা তাদেরকে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার পদ্ধতিগত ব্যবধানগুলো তুলে ধরতে সাহায্য করেছে।

"(মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে)কোন আইন না থাকার পরিণতি দেখছিলাম। আইন থাকলে তা পরখ করে দেখার জন্য, এটি সত্যিই কতটা সহনশীল তা বোঝার জন্য এটি খুব উপযুক্ত সময় ছিল। অতিমারী চলাকালীন সময়ে অধিকারের প্রতি সম্মানবোধ রয়েছে এমন মানসিক স্বাস্থ্য আইন দ্বারা আমরা আরও ভালোভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারতাম । ......সরকারের সাথে একটি অংশীদারিত্ব, অথবা সরকার [নিজেই] এটি [মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছান] করতে সক্ষম হতো । সুতরাং এটি পদ্ধতিগত সমস্যাগুলিকে বাড়িয়ে তুলেছে। আমরা বুঝতে পেরেছি কেন সিস্টেমটি ঠিক করা এত গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যবধানটি দূর করার প্রচেষ্টায়, যদি আমরা আমাদের সীমিত সম্পদ এবং ক্ষমতা দিয়ে এই ব্যবধানটি দূর করতে চাই তবে তা যথেষ্ট হবে না।''

অন্যান্য ওপিডিগুলোর মতো, শি রাইটস ওম্যান তাদের তহবিলের স্থায়িত্ব এবং নাইজেরিয়ায় মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নতুন করে মনোনিবেশ করা অব্যাহত থাকবে কিনা তা নিয়ে এখনও উদ্বিগ্ন।

“আমরা সত্যিই উদ্বিগ্ন যে, লকডাউনের সময় মানসিক স্বাস্থ্যের [প্রভাব] যে তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছিল তা মানুষ হিসেবে আমরা ভুলে যাব। মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মদর্শিতা, উত্তেজনা এবং উৎসাহে ভাটা পরার ব্যপারে আমরা সত্যিই উদ্বিগ্ন।

তহবিল আসা অব্যাহত থাকবে কি না তা নিয়েও আমরা উদ্বিগ্ন ... আমরা যে কাজটি ক্রমাগত করে যাচ্ছি তা কি আমরা ধরে রাখতে সক্ষম হব, নাকি এটি কঠিনতম সময়ে রয়ে যাবে?"

স্কুল বন্ধ থাকার সময় **অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা** কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ওপিডিগুলো প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ও সামাজিক জীবনে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে রেডিও এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা প্রচার করতে থাকে এবং তারা প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের পরিবারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে। কিন্তু কিছু ওপিডি প্রতিনিধি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে দূরবর্তী শিক্ষা প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি, এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের, বিশেষ করে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্কুলে ফিরে যাওয়া আরও চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

স্কুল বন্ধ থাকায় ছয়টি ওপিডিকে (জিম্বাবুয়েতে তিনটি, বাংলাদেশে দুটি, নাইজেরিয়ায় একটি) তাদের প্রতিবন্ধী-অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, প্রায়ই দাতাদের চাপে পড়ে ওপিডিগুলো বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদ অতিমারী সাড়াদান কার্যক্রমের জন্য পুনঃবরাদ্দ করে।

কিছু ওপিডি তাদের কেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে যাবার কারণে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় এবং অনেক পরিবারের কাছে দূরবর্তী শিক্ষা গ্রহনের মত প্রযুক্তি ছিল না।

দুটি ওপিডি (একটি জিম্বাবুয়েতে, একটি নাইজেরিয়ায়) উল্লেখ করেছে যে প্রথম লকডাউন শুরু হওয়ার এক বছর পরেও অটিজম এবং ডাউন সিনড্রোম বৈশিষ্ট সম্পন্ন অনেক শিশু এখনও ওপিডি কেন্দ্রে ফিরে আসেনি।

এ থেকে বোঝা যায় যে, **বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার দিকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে মনোনিবেশ না করলে ও অর্থায়ন না করলে** তারা অতিমারী দ্বারা দীর্ঘমেয়াদে ও অসমভাবে প্রভাবিত হতে পারে। (দেখুন- Human Rights Watch, 2021; Meaney-Davis and Wapling, 2020)

ফলাফল ৩:

ওপিডি-গুলো সরকারের কাছ থেকে আরও বেশি প্রতিবন্ধী-অন্তর্ভুক্তিমূলক সাড়াদান পেতে অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অতিমারীর আগে সরকারগুলোর সাথে ওপিডিগুলোর অ্যাডভোকেসি সম্পৃক্ততা মূলত প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার পূরণের জন্য আইন ও নীতি বাস্তবায়নের উন্নতির উপর মনোনিবেশ করেছিল। অতিমারীর প্রথম ছয় থেকে নয় মাসে অনেক ওপিডি সাময়িকভাবে তাদের অ্যাডভোকেসি ফোকাসকে অতিমারীর জন্য সামনে আসা কিছু তাৎক্ষণিক কাঠামোগত সমস্যার দিকে ঘুরিয়ে দেয় । অতিমারী চলাকালীন সময়ে ওপিডিগুলির অ্যাডভোকেসির ভূমিকা অপরিহার্য ছিল, অনেক সরকার ওপিডি-দের সফল অ্যাডভোকেসির পরেই কেবল তাদের অতিমারী সাড়াদান প্রক্রিয়াগুলোকে প্রতিবন্ধিতা-অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ায় পরিনত করে।

তিনটি দেশ জুড়ে, ওপিডিগুলো সরকারকে অতিমারী চলাকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি তাদের সহায়তা বাড়ানোর বা পরিবর্তন করার এবং তাদের সাড়াদান প্রক্রিয়াকে আরও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক করার পরামর্শ দেয়।

জিম্বাবুয়েতে ন্যাশনাল লিগ অব ব্লাইন্ড, সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট এবং ডেফ জিম্বাবুয়ে ট্রাস্ট রাজ্যের সম্প্রচারকারী এবং সরকারি মন্ত্রনালয়ের বিরুদ্ধে কোভিড -১৯ অতিমারী সম্পর্কে অভিগম্য ফরম্যাটে সময়মত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করতে ব্যর্থতার জন্য মামলা করেছে। সরকার এবং রাজ্য সম্প্রচারকদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন ভবিষ্যতে কোভিড -১৯ বার্তাগুলোতে ইশারা ভাষা এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও আংশিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য লিখিত উপকরণে অভিগম্য বিন্যাসে (ফরম্যাটে) অন্তর্ভুক্ত করা হয় (মিরিপিরি এবং মিডজি, ২০২০)।

বাংলাদেশে ওপিডিগুলো ডেপুটি কমিশনারদের সাথে তথা ডিসি'দের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর অতিমারীর মারাত্মক প্রভাব সম্পর্কে তথ্য আদান প্রদান করে, এবং খাদ্য ও নগদ অর্থ বিতরণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির জন্য ইউনিয়ন পরিষদ এবং জাতীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি করে। একটি বড় ওপিডি সরকারের বিভিন্ন স্তর, যেমন কিছু ডেপুটি কমিশনার এবং ইউনিয়ন পরিষদের সাথে অ্যাডভোকেসি করার জন্য অন্যান্য ২৬টি ওপিডির সাথে সমন্বয় সাধন করে, যা অন্যদের তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল। বাংলাদেশের ওপিডিগুলো তাদের মাঝে সহযোগিতা এবং যৌথ অ্যাডভোকেসি প্রচেষ্টার সাফল্য উদযাপন করেছে। কিন্তু তারা সাড়াদানের ধীরগতি, অসংগঠিত ও মিশ্ররূপের বিষয়ে অসন্তুষ্ট। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অতিমারীতে সাড়াদানের পরিকল্পনা থেকে বাদ দেবার কারণে ওপিডিদের অ্যাডভোকেসির পন্থা অবলম্বন করতে হয়- এই বিষয়েও তারা হতাশা প্রকাশ করেছেন।

> "সংকটময় পরিস্থিতির শুরুতে সরকারি সহায়তা পরিষেবা সংস্থাগুলোর মধ্যে সত্যিই সমন্বয়ের অভাব ছিল, কারণ আমরা এমন কোনও সংস্থা খুঁজে পাইনি যারা আমাদের দায়িত্ব নিচ্ছিল। [সেখানে] সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়ের অভাব ছিল। এর জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না ... আমাদের আওয়াজ তুলতে এবং ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল, এবং যখন আমরা একসঙ্গে আমাদের আওয়াজ তুলেছিলাম তখনই সংস্থা এগিয়ে এলো। কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় আমরা সরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি, এবং পরবর্তীতে প্রচুর সমর্থন পেয়েছি। কিন্তু বেশিরভাগ অঞ্চলেই তারা *কদাচিৎ* সাড়া প্রদান করেছে।"
>
> বাংলাদেশের ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় ওপিডি-এর অংশগ্রহণকারী।

নাইজেরিয়ায়, সাক্ষাৎকার নেওয়া পাঁচটি ওপিডির মধ্যে তিনটি অতিমারীর আগে এবং চলাকালীন সময়ে সরকারের সাথে সম্পৃক্ত হবার ক্ষেত্রে অসুবিধার কথা বলেছিল। সিএসও-এর ফান্ডিং এবং কার্যকলাপের উপর ক্রমবর্ধমান বিধিনিষেধ এবং অনেক ক্ষেত্রে সরকারি মন্ত্রণালয়ের সাথে ওপিডিগুলো সীমিত সম্পৃক্ততার কারণে অতিমারীর আগে থেকেই নাইজেরিয়ায় গণজমায়েতের স্থানগুলো সংকুচিত হয়ে আসছিল। অতিমারীর শুরুতে কিছু ওপিডি তাদের নিয়মিত অ্যাডভোকেসি কাজকে সাময়িকভাবে অগ্রাধিকার না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কারণ অনলাইনে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে তাদের অনুরোধের কোনো জবাব সরকারি কর্মকর্তারা দেননি। অতীতে গঠনমূলক সম্পৃক্ততা না থাকায় সরকারি কর্মকর্তারা প্রতিবন্ধিতাকে অগ্রাধিকার দেবেন বলেও তারা আস্থাশীল ছিলেন না। দুজন ওপিডি প্রতিনিধি তাদের কার্যক্রমে সমর্থন লাভের জন্য মন্ত্রী এবং কর্মকর্তাদের সাথে তাঁদের প্রত্যক্ষ,ব্যক্তিগত

সম্পর্ক ব্যবহার করতে পেরেছিলেন, যেখানে অন্যান্য ওপিডিগুলো সম্পৃক্ত থাকার প্রচেষ্টার জন্য ন্যূনতম বা কোন প্রতিক্রিয়া পায়নি।

> "অতিমারীর পূর্বেও সরকারের সাথে আমাদের সম্পর্কটি খুব উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না ... তাই এই সময়ের মধ্যে আমরা তেমন কিছু ঘটার আশাও করিনি, তবে এমন নয় যে আমরা হাল ছেড়ে দিয়েছি। আমরা তারপরও তাদের দিকে হাত বাড়াই। আমরা সরকারের সাথে ভার্চুয়াল মিটিং করেছি। ন্যায্যতার সাথেই তারা আমাদের পক্ষে এসেছিল। তারা প্রচলিত প্রতিশ্রুতি দেয়া ইত্যাদি সবই করেছিল, কিন্তু এর পরে আর কিছুই হয়নি ... তারা বলেছিল যে তারা আমাদের অংশীদার হতে চলেছে, কিন্তু সেটা ছিল জুলাই [২০২০] এবং আমরা এখন এপ্রিলে [২০২১], এখনও আমরা [এ বিষয়ে] কিছু শুনিনি। .. তাই যখন আমরা সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের কথা বলি, এটি খুব উৎসাহব্যঞ্জক অংশীদারিত্ব হয় না কারণ এটি আমাদের দিক থেকে কমবেশি একতরফা হয়।."
>
> নাইজেরিয়ার ওপিডি প্রতিনিধি।

তিনটি দেশের সাক্ষাৎকার দেওয়া বেশিরভাগ ওপিডি এখন তাদের আংশিক বা সমস্ত নিয়মিত অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পুনরায় শুরু করেছে, এবং প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিকরণের নীতিমালা এবং আইনের উন্নয়নের জন্য অ্যাডভোকেসি করার নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

অতিমারী চলাকালীন সময়ে বিশ্বজুড়ে ওপিডিগুলোর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ের পক্ষে অ্যাডভোকেসি করার আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। স্পষ্টতই আজ পর্যন্ত অতিমারী চলাকালীন সময়ে ওপিডিগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে অ্যাডভোকেসি, একমাত্র ওপিডি দ্বারা সফল অ্যাডভোকেসি করার পরেই অনেক সরকার তাদের অতিমারী সাড়াদান কার্যক্রমকে প্রতিবন্ধিতা-অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলে। এলএমআইসি-তে ওপিডি-দের অ্যাডভোকেসির অন্যান্য উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে:

ইন্দোনেশিয়া: দি ইন্দোনেশিয়ান মেন্টাল হেলথ অ্যাসোসিয়েশন, প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আটকে থাকা মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর কোভিড -১৯ এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে। দি ইন্দোনেশিয়ান ডেফ কমিউনিটি দেশটির প্রেসিডেন্ট জোকো উইডোডোকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কে একটি খোলা চিঠি লিখেছিল, এবং এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইশারা ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

মালাউই: ভিজ্যুয়ালি হিয়ারিং মেম্বারশিপ অ্যাসোসিয়েশন (ভিআইএইচইএমএ), মালাউই প্রেসিডেন্সিয়াল টাস্ক ফোর্সের সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক কোভিড -১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য ওপিডি থেকে যোগান সহজতর করার ব্যাপারে সংযুক্ত হয়।

নাইজেরিয়া: ডিজএ্যাবিলিটি রাইটস অ্যাডভোকেসি সেন্টার ইন নাইজেরিয়া, নাইজেরিয়ার কোভিড -১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তির একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে।

সামোয়া এবং সলোমন দ্বীপপুঞ্জ: নুয়ানুয়া ও লে আলোফা ইন সামোয়া এবং সলোমন আইল্যান্ড ডেফ অ্যাসোসিয়েশন(সিডা) ও পিপল উইথ ডিজএ্যাবিলিটিস সলোমন আইল্যান্ডস (পিডব্লিউডিএসআই) -এর পক্ষ থেকে অ্যাডভোকেসির ফলে দেশটির সরকার তাদের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত তথ্যের ইশারা ভাষায় ব্যাখ্যা প্রদান করেছে।

উগান্ডা: উগান্ডা ন্যাশনাল অ্যাকশন অন ফিজিক্যাল ডিজএ্যাবিলিটি (ইউএনএপিডি) এবং ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ডিজঅ্যাবলড পারসনস অব উগান্ডা (এনইউডিআইপিইউ) প্রতিবন্ধী

ব্যক্তিদের জন্য কোভিড -১৯ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করতে সরকারের কাছে অ্যাডভোকেসি করেছে। ট্রাইয়াম্ফ উগান্ডা কোভিড -১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উগান্ডা সরকারের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

ফলাফল ৪:

ওপিডিগুলো প্রচারণা এবং তথ্য আদান -প্রদানের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, তবে লকডাউনের সময় ডিজিটাল প্রযুক্তির সীমিত অভিগম্যতার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। .

বিশ্বব্যাপী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইন্টারনেট বা ডিজিটাল প্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে কম (ইউএনডিইএসএ, ২০১৯)। ডিজিটাল বিভাজন জেন্ডার বা লিঙ্গভিত্তিক ও হয়ে থাকেঃ এলআইএমসি-গুলোতে পুরুষ এবং নারীদের মধ্যে ফোনের মালিকানায় ৮% এবং স্মার্টফোনের মালিকানায় ২০% ব্যবধান রয়েছে (জিএসএমএ,২০২০)। ইন্টারনেট, ডিজিটাল ডিভাইস এবং অভিগম্য সফটওয়্যারের অভাবে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছে একটা সময়ে মাসের পর মাস পৌঁছানো সম্ভব হয়নি এবং জিম্বাবুয়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অনলাইনে প্রদত্ত সরকারি পরামর্শে অংশ নিতে পারেনি। বিশ্ব দ্রুত অনলাইনে চলে যাওয়ার ফলে ডিজিটাল বর্জন যে দারিদ্র্য এবং বৈষম্যকে আরও গভীর করে দিতে পারে তা স্বীকার করে ওপিডিগুলো ডিজিটাল বৈষম্য মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে।

ওপিডিগুলো সদস্যদের অনলাইনে এবং ফোন কলের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে, কিন্তু তারা তাদের সদস্যদের একটি বড় অংশের কাছে পৌঁছাতে পারেনি, বিশেষ করে যারা চরম দরিদ্র্যের মধ্যে এবং গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। নাইজেরিয়ায় প্রতিবন্ধী নারীদের একটি সংগঠন যার অতিমারী শুরু হওয়ার আগে ৫০০০ সদস্য ছিল, তাঁরা অতিমারী চলাকালীন সময়ে হোয়াটসঅ্যাপে শুধুমাত্র প্রায় ৫০০ জনের সাথে যোগাযোগ রাখতে পেরেছে। যেহেতু অতিমারী এবং চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রয়েছে, ডিজিটাল বৈষম্যের সমাধান না করা পর্যন্ত এটি ওপিডিগুলোর সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখার ক্ষমতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে।

কিছু ওপিডি দূর থেকে কাজ করতে করতে এতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ২০২১ সালের মধ্যে দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শিখন ক্লাসের মতো ক্রিয়াকলাপ অনলাইনে স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়। যাইহোক, ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত ডিভাইস ছাড়া সদস্যরা যোগ দিতে পারত না।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিম্ন-আয়ের পরিবারে বসবাসকারী সামাজিকভাবে বাদ পড়ে যাওয়া মানুষের কাছে ওপিডিগুলোর পৌঁছানোর সম্ভাবনা ছিল অল্প, যেখানে শহরাঞ্চলের ধনী পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে পরিষেবা থেকে বেশি উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। নাইজেরিয়ায় প্রতিবন্ধী নারীদের একটি সংগঠন তার সদস্যদের উপর ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষতিকর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেছে, “এই মুহূর্তে অনেক নারী ভাবছেন যে অতিমারীটির কারণে আসলে আমাদের অনেক সদস্যরা মনোযোগ হারাচ্ছে। গ্রামে নারীদের স্মার্টফোন নেই; তারা মুখোমুখি সভা পছন্দ করে কিন্তু অতিমারী তা হতে দিচ্ছে না ”।

কিছু ওপিডি তাড়াহুড়ো করে ডিজিটাল রূপান্তরের ঝুঁকির দিকে ইঙ্গিত করেছে: "যদি আমরা বলতে থাকি, ওহ, শুধু সবকিছু অনলাইনে স্থানান্তর করুন, আসলে সত্যটি হল যে বেশিরভাগ

মানুষই অনলাইনে নেই। আমাদের তাদের [ইন্টারনেট] ডেটার জন্যও প্রতিদান বা অর্থ প্রদান করতে হয়েছে ”।

জিম্বাবুয়ের একটি আম্ব্রেলা ওপিডি উল্লেখ করেছে, “কোভিড -১৯ এর প্রথম চার মাসে সাংবিধানিক সংশোধনী এবং গণশুনানি হয়েছিল। এই গণশুনানির অনেকগুলো অনলাইনে করা হয়েছিল এবং আমাদের অধিকাংশ সদস্য তাতে অংশগ্রহণ করেননি কারণ তাদের কাছে ডেটার সংস্থান ছিল না এবং তাদের কাছে কম্পিউটার বা স্মার্টফোন ছিল না ”, এটা ধারণা দেয় যে ভার্চুয়াল ভাবে সভা হলেও সেগুলো এখনও ওপিডিগুলো এবং/অথবা তাদের সদস্যদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য নাও হতে পারে।

ফলাফল ৫:

ওপিডিগুলো তাদের তহবিল এবং পরিচালন ক্ষমতায় নাটকীয় হ্রাস দেখতে পেয়েছে এবং টেকসই তহবিলের প্রাপ্যতাকে একটি আবশ্যিক অগ্রাধিকার সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া অর্ধেক ওপিডি অতিমারী চলাকালীন সময়ে নতুন বা সম্প্রসারিত ক্রিয়াকলাপের জন্য তহবিল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, তবে এগুলো ছিল ক্ষুদ্র ও স্বল্পমেয়াদী তহবিল এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদী মূল কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক তহবিল প্রাপ্তির সুযোগগুলো চিহ্নিত করতে ওপিডিগুলোর রীতিমত সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

অতিমারীর প্রথম ছয় থেকে নয় মাসের মধ্যে কিছু দাতা এবং আইএনজিও ওপিডি প্রকল্পের জন্য সময়ের পূর্বেই তহবিল বন্ধ করার, প্রকল্পের বাজেট কমানোর, অর্থ প্রদানের বিলম্ব বা প্রকল্পের কর্মকান্ড 'বিনা খরচে' সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিছু ক্ষেত্রে এর কারণ ছিল- স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং চলাচলের উপর বিধিনিষেধের কারণে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যর্থতা, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কারণ ছিল বিশ্ব অর্থনীতির সংকোচনের ফলে কিছু দাতা তাদের বাজেট কমাতে বাধ্য হয়েছিল। ওপিডিগুলোকে প্রায় সময়ই আইএনজিও (ওপিডিগুলোর অধিকাংশের প্রাতিষ্ঠানিক তহবিলই আইএনজিও- এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়) দ্বারা সীমিত বা কোন পরামর্শ ছাড়াই হঠাৎ করে এবং একতরফাভাবে অবহিত করা হয়। এই সিদ্ধান্তগুলো অনেক ওপিডিকে মারাত্মক আর্থিক চাপের মধ্যে ফেলে দেয়, যাতে কয়েক মাস ধরে তাদের কার্যক্রমের খরচ বহন করার মতো সীমিত বা কোন তহবিল ছিল না। কিছু ওপিডি বেশ কয়েক মাসের জন্য পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় কারণ তারা আর কর্মচারীদের বেতন এবং/অথবা ভাড়া পরিশোধ করতে পারছিল না, এবং কেউ কেউ অতিমারী শুরুর এক বছর পরেও তাদের কার্যক্ষমতার ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

অতিমারীর প্রথম মাসগুলোতে করা গবেষণা ওপিডি-দের উপর পড়া এসব অর্থনৈতিক প্রভাবগুলোকে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যবস্থার পুরোটা জুড়ে থাকা একটি বিস্তৃত প্রভাবের শেকলের মাঝে স্থাপন করে। প্রাতিষ্ঠানিক দাতা তহবিল এবং গণ-তহবিল সংগ্রহের হ্রাস আইএনজিওগুলোর উপর প্রভাব ফেলেছে, যার ফলে পরবর্তীতে ওপিডিসহ এলএমআইসি -এর সিএসও-গুলোও প্রভাবিত হয়েছে।

২০২০ সালের এপ্রিল মাসে, যুক্তরাজ্যের বন্ডের একটি জরিপে দেখা গেছে যে ৮৬% আইএনজিও সে সময় তাদের কর্মসূচি স্থগিত করা, স্থানীয় কার্যালয় বন্ধ করা,বা বৈশ্বিক

কর্মসূচিতে আয় সীমাবদ্ধ করা সহ বিদেশী কর্মসূচি বাস্তবায়ন হ্রাস করার কথা বিবেচনা করেছে অথবা তা সক্রিয়ভাবে বন্ধ করে দিয়েছে (বন্ড, ২০২০)। যদিও এই বৈশ্বিক তহবিলের চাপগুলো প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি প্রোগ্রামিংয়ে কী কী প্রভাব ফেলতে পারে তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে কিছু আইএনজিওকে তহবিল চাপের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রোগ্রামগুলো হ্রাস বা বন্ধ করতে হতে পারে এমন ঝুঁকি রয়েছে। এছাড়াও, কিছু আইএনজিও প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তিকে কাজের অন্যান্য খাত, যেমন- জেন্ডার সমতা এবং নারী অধিকারের সাথে একীভূত করে, এবং উদ্বেগের বিষয় হচ্চে যে এই কার্যক্রমগুলোও ঝুঁকিতে রয়েছে। এলএমআইসি-এর ১২৫টি সিএসও-এর উপর আরেকটি জরিপে দেখা গেছে যে, এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত, সিএসও উত্তরদাতাদের দুই-তৃতীয়াংশ কমপক্ষে একটি খরচ কমানোর ব্যবস্থা নিয়েছিল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে এবং প্রায় অর্ধেক সিএসও রিপোর্ট করেছিল যে পরবর্তী তিন মাস যদি তারা অতিরিক্ত তহবিল না পায় তবে তাঁদের বন্ধ হয়ে যেতে হবে (লিঙ্কলোকাল, ২০২০)।

ছয়টি ওপিডি (নাইজেরিয়ায় তিনটি, জিম্বাবুয়েতে দুটি, বাংলাদেশে একটি) উল্লেখ করেছে যে দাতারা বা আইএনজিও-গুলো তাদেরকে বিদ্যমান কর্মকান্ডের তহবিল অতিমারী সাড়াদান কর্মকাণ্ডের জন্য পুনঃনির্ধারন করার অনুরোধ করেছিল। এটি প্রায়শই প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা এবং কর্মীদের খরচের জন্য অর্থায়ন হ্রাস করে, যার ফলে কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।

স্বল্প প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী নারীদের সংগঠনগুলো তহবিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনন্য সমস্যার সম্মুখীন হয়। উদাহরণস্বরূপ, ডাউন সিনড্রোমযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে কাজ করা ওপিডিগুলোকে হঠাৎ করে নেতিবাচক আর্থিক প্রভাবের জন্য বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবসের (প্রতি বছর মার্চ মাসে) কার্যক্রমগুলো বাতিল করতে হয়েছিল। ডাউন সিনড্রোম ইন্টারন্যাশনালের ৫০ টি দেশের সদস্য সংগঠনগুলোর একটি জরিপে দেখা গেছে যে অতিমারীর কারণে ২৬% প্রতিষ্ঠান কাজ করতে পারছিল না, যেখানে ৭৪% সংগঠন তাদের পরিষেবা চালিয়ে যেতে অপারগ ছিল। সদস্যরা যেসব বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিল তাদের মধ্যে রয়েছে স্বল্প তহবিল/অনুদান, কার্যালয় বন্ধ করে দেয়া, কর্মী সমস্যা এবং কারিগরি সমস্যা (ডিএসআই, ২০২০)। প্রতিবন্ধী নারীদের সংগঠনগুলোও তহবিল জোগাড় করতে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়, সেগুলো এক নাইজেরিয়ান ওপিডি নিম্নে ব্যাখ্যা করেছে।

> " প্রতিবন্ধী নারীদের পক্ষে যেকোন কাজের জন্য তহবিল পাওয়া খুব কঠিন। আমরা এমনকি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যও তহবিল পাই না, এবং প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য এটি যেন একেবারেই নেই… এটা হয়তবা আমরা ক্লোন [প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি সমজাতীয় গোষ্ঠী যাদের ভুলভাবে দেখা হয়] অথবা শুধু সামগ্রিকভাবে নারী বলেই … বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া কঠিন।"
>
> নাইজেরিয়ার প্রতিবন্ধী নারীদের সংগঠনের একজন প্রতিনিধি।

যখন স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং ব্যবসাগুলোর আর অনুদান দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না তখন সদস্যপদ বা পরিষেবা ফি, সিএসআর অনুদান, এবং তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানগুলোর উপর আর্থিকভাবে বেশি নির্ভরশীল ওপিডিগুলো তাদের তহবিলে আরও নাটকীয় হ্রাস দেখতে পায়। এই মূল্যায়নের জন্য সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া ওপিডিগুলো অতিমারী শুরুর পর থেকেই সিএসআর- এর তহবিলের খাড়াভাবে হ্রাস পাওয়া এবং ছোট একটি ব্যবসায়-কোষাগার বা বিজনেস-পুল থেকে সিএসআর-এর তহবিল পাবার জন্য বৃহত্তর প্রতিযোগিতা দেখেছে। গত এক দশকে অনেক এলএমআইসিতে সিএসআর-এর উদ্যোগের প্রসার বিবেচনা করে বলা যায় যে; যেসব উপায়ে এরা ওপিডি, এদের কৌশল এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত করতে

পারে; এবং সিএসআর উদ্যোগগুলো এখন ও ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে যে ঝুঁকি এবং সুযোগগুলি উপস্থাপন করতে পারে সেসবের মাঝে এই প্রবণতাটি লক্ষনীয়।

"অতিমারী শুরু হয় এবং আমরা বাবা-মায়ের কাছে টাকাপয়সা চাইতে পারিনি কারণ তারা আর্থিকভাবে অস্থিতিশীল ছিলেন। আমরা রিসোর্স সেন্টারের ভাড়া দিতে পারিনি। আমরা মালিকের কাছে সময় চেয়েছিলাম ... তিনি রাজি হলেন। সেই ৩ থেকে ৪ মাসের ভাড়া এখনও বাকি আছে। [একটি আইএনজিও] থেকে ক্ষুদ্র ঋণের অর্থ পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। হাসপাতাল এবং ব্যাঙ্ক থেকে সিএসআর- এর টাকা পাওয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছে... আমাদের [একটি ভিন্ন আইএনজিও] থেকে সহায়তা পাওয়ার কথা ছিল। তারা আমাদেরকে একটু প্রসাশনিক সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা বিলম্বিত হয়েছে। তারা আমাদের কর্মকান্ডের জন্য অর্থ প্রদান করেনি [কারণ] চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে আমরা সেগুলো স্বাভাবিক করতে পারিনি। "

বাংলাদেশে ডাউন সিনড্রোম ব্যক্তিদের সাথে কাজ করা একটি ওপিডি প্রতিনিধি।

"অর্থায়ন একটি খুব, খুব বড় বাধা ছিল। আমরা যখন লকডাউনে প্রবেশ করেছি, মার্চ থেকে আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, তখন তহবিল খুবই কম ছিল। আমরা আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারছিলাম না... বেশিরভাগ কর্মীকেই আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত করা হয়নি, তাই [চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা] খুব নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। [২০২১ সালের জানুয়ারিতে] ছুটির পর দ্বিতীয় লকডাউনের আগ পর্যন্ত পরিস্থিতি ভাল হতে শুরু করেছিল ... এটি একটি বিপর্যয় ছিল। [আমাদের সদস্যদের] একজনও কিছু দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। আমরা সরকারের কাছ থেকে যে ধরনের সহায়তা পাই, আর্থিকভাবে তা আমাদের এক সপ্তাহের জন্যও টিকিয়ে রাখতে পারে না। এটা খুবই সামান্য। "

জিম্বাবুয়ের ওপিডি প্রতিনিধি।

কেস স্টাডি ২:

বাংলাদেশে আদিবাসী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি ওপিডি-বান্দরবান ডিজঅ্যাবলড পিপলস অর্গানাইজেশন টু ডেভেলপমেন্ট (বান্দরবান-ডিপিওডি) এর অভিজ্ঞতা।

"[আমার] কর্মীর সংখ্যা শূন্য। আমি এই সংগঠনে একা। পরিস্থিতির উন্নতি হলে হয়তো কর্মীরা ফিরে আসবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে বোঝা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তারা সমাজ থেকে সমর্থন হারিয়েছে। ডিপিও হিসেবে আমরা তারা কিভাবে সহায়তা পেতে পারে তা নিয়ে চিন্তিত। আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করতে সক্ষম। ক্ষমতা থাকলেও আমাদের কাজ বা ভ্রমণ করা কঠিন। সমস্যা হচ্ছে তহবিল। আমরা যদিও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা জাতীয় পর্যায়ের দাতাদের কাছে বিষয়গুলো উত্থাপন করেছি, কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। বিদেশী তহবিল সংগ্রহের জন্য আমাদের নিবন্ধন করতে হবে কিন্তু তাও হয়নি। আমাদের এখন কোন প্রকল্প নেই। [একটি] প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আমরা যে কর্মীদের নিয়োগ দিয়েছিলাম তারা সবাই চলে গেছে। আমাদের তহবিলের সংকট রয়েছে। উদ্দেশ্য আছে এবং ক্ষমতা আছে কিন্তু তহবিলে সমস্যা।"

সিজান তার মা শাহনাজের পাশে বসে আছে। শাহনাজ রোগী সুফিয়া'র রক্তচাপ মাপছেন। শাহনাজ আয়-রোজগারের জন্য সাধরিণ চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয় করতে ও চিকিৎসা প্রশিক্ষণ ব্যবহার করতে পারছেন। কোভিড-১৯ এর সময় সহায়তা প্রদানের জন্য ইনক্লুসিভ ফিউচার্স কে ধন্যবাদ। © **এডিডি-ইন্টারন্যাশনাল**

বান্দরবান-ডিপিওডি, দুর্গম পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি সংগঠন, যা ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সরকারের অনীহার কারণে এটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধন করতে সক্ষম হয়নি। নিবন্ধনের অভাব মানে তারা আন্তর্জাতিক তহবিল লাভে সমর্থ নয়, এটি তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সম্মানের উপর প্রভাব ফেলে । কোভিড -১৯ এর আগে, বান্দরবান-ডিপিওডির কিছু জীবিকা সংক্রান্ত প্রকল্প ছিল, তাঁরা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ সহায়তা পেতে, অ্যাডভোকেসি এবং বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধিতা দিবস উদযাপনের মাধ্যমে মানুষকে সহায়তা করতো।

২০২০ সালের মার্চ মাসে যখন বাংলাদেশে লকডাউন শুরু হয় তখন বান্দরবান-ডিপিওডি তার অফিস বন্ধ করতে বাধ্য হয় এবং তাদের সমস্ত অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, যেমন, কে অসুস্থ ছিল তা রিপোর্ট করা কিন্তু সিগন্যাল প্রায়ই দুর্বল থাকত যা সদস্যদের কাছে পৌঁছাত না। মানুষ চাকরি হারানোর কারণে এবং খাবার সংগ্রহের সামর্থ্য না থাকার কারণে সাহায্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল । বর্ধিত চাপ এবং দারিদ্র্যের কারণে জিবিভির ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়ছিল। তহবিলের অভাব এবং ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে বান্দরবান-ডিপিওডি এসবে সাড়া দিতে পারেনি। একটি দাতা প্রকল্পের কর্মকান্ডের জন্য 'বিনা খরচে' সম্প্রসারণ প্রদান করেছে কিন্তু তা কর্মীদের খরচ এবং বেতন ছাড়াই।

যখন ৩১শে মে ২০২০ -এ লকডাউন তুলে নেওয়া হয়েছিল, তখন সমস্ত কর্মী চলে গিয়েছিলেন এবং পরিচালক তার নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় বহন করছিলেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ফোন কলই ছিল অবশিষ্ট একমাত্র কার্যক্রম। পরিচালক তার নিজস্ব অর্থ ব্যয় অব্যাহত রেখেছেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বল্প মেয়াদে নৈতিক সহায়তা প্রদান করছেন, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তিনি সংগঠনটি চালিয়ে যেতে পারবেন কিনা তা নিয়ে গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

ফলাফল ৬:

ওপিডি কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের উপর আর্থিক এবং মানসিক প্রভাব। অনেক ওপিডি অতিমারীর সময় বেতন দিতে পারছিল না। একটা সময় কর্মীরা মাসের পর মাস বেতন ছাড়াই কাজ করে এবং কিছু ওপিডি তাদের কর্মীর সংখ্যা কমিয়ে দেয়। ওপিডিরা স্বেচ্ছাসেবকদের ভাতা দিতে অপারগ ছিল এবং স্বেচ্ছাসেবকদের হারিয়ে ফেলেছিল। অনেক ওপিডি তাদের কর্মীদের উপর মারাত্মক আর্থিক এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের কথা তোলে ধরে। যে সকল কর্মী মাসের পর রা মাস ধরে স্বেচ্ছায় কাজ করে চলেছেন সে সকল কর্মীদের ব্যক্তিগত উৎসর্গকে তুলে ধরেন অনেক ওপিডি । প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্দশা বিষয়ক ফোন কলের সাথে বিনা বেতনে কাজ করার মানসিক চাপ যুক্ত হয় এবং সীমিত সম্পদ দিয়ে চরম প্রতিকূলতার জবাব দেওয়ার চেষ্টা কর্মীদের জন্য কাজের চাপ আরও বাড়িয়ে দেয়।

সাক্ষাৎকার নেওয়া ১৬টি ওপিডির মধ্যে ১১টি ওপিডি জানিয়েছে যে, অতিমারী চলাকালীন সময়ে, বিশেষ করে প্রথম ছয় মাসে, কর্মীদের বেতন দেওয়ার জন্য তাদের তহবিল পর্যাপ্ত ছিল না।

সাতটি ওপিডি রিপোর্ট করেছে যে তাদের কয়েকজন বা সকল কর্মী বেশ কয়েক মাস ধরে বেতন ছাড়াই কাজ করেছে, এবং অন্যান্য ওপিডিগুলো তাদের সংস্থার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য কর্মীদের সংখ্যা বা কর্মীদের বেতন হ্রাস করেছে।

> ''যা আমাদের সদস্যদের প্রভাবিত করেছে তা আমাদের কর্মীদেরও প্রভাবিত করেছে। কিভাবে তারা তাদের নিজেদের জীবন নিয়ে এগিয়ে যাবে? তারা যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের সাথে নিয়ে তারা কীভাবে এগিয়ে যাবে? আমি আমার কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের কোন বেতন ছাড়াই, কোন আয় ছাড়াই, তাদের পরিবারের জন্য টেবিলে খাবার রাখার মতো অবস্থা ছাড়াই কাজ করতে দেখেছি । তারা তাদের কাজের প্রতি আবেগের কারণে স্বেচ্ছায় কাজ করেছেন। কোনো বেতন, ভাতা না থাকলেও তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে।."
>
> জিম্বাবুয়ের ওপিডি প্রতিনিধি।

ওপিডি প্রতিনিধিরা সে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উদ্বেগ, দুঃখ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন যারা মরিয়া হয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করছিলেন এবং তাদের গোষ্ঠির পিছিয়ে পড়ার মাত্রা তাদের ব্যক্তিগতভাবে কতটা নাড়া দিয়েছিল। জিম্বাবুয়ে এবং বাংলাদেশের মানসিক প্রভাবগুলোর উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা স্পষ্টতই সরকারি খাদ্য ও নগদ অর্থ সহায়তা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল, যদিও নাইজেরিয়াতে ওপিডি কর্মীরাও মানসিকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

ডিজএবিলিটি ইনক্লুশন হেল্পডেস্কের সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা তুলে ধরেছে যে, ওপিডি কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীরাও কোভিড -১৯ সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে। জিম্বাবুয়ের সাক্ষাৎকার নেওয়া একটি ওপিডি কর্মচারীদের অফিসে ঘুমানোর অনুমতি দেয় যাতে কর্মস্থলে আসা-যাওয়ার জন্য গণপরিবহন থেকে কোভিড -১৯ সংক্রমণ না হয়। ইকুয়েডরের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, কীভাবে একটি ওপিডিতে তার চারজন কোভিড -১৯ আক্রান্ত সহকর্মী চিকিৎসা সহায়তা না পেয়ে মারা গিয়েছিলেন এবং তাদের মৃতদেহ বরফ এবং হাওয়া সহকারে কফিন বা বাথটবে অনেক দিন ধরে তাদের বাড়িতে পড়ে ছিল। তার সহকর্মীদের মৃত্যু, এবং সতর্কতা অবলম্বনে অক্ষমতা এবং তাদের কবর দেওয়ার অক্ষমতা- তার সাথে কাজ করা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর মানসিকভাবে একটি বিরাট প্রভাব ফেলেছে (আইডিএ ২০২০বি)।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেমন অতিমারী দ্বারা অসমভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনি পরবর্তীকালে তাদের প্রতিনিধি সংগঠনের সদস্য, কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীরাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, নাইজেরিয়ায় একটি ওপিডি রিপোর্ট করেছে যে অতিমারীর প্রথম বছরে অ্যালবিনিজম আক্রান্ত কমপক্ষে দশজন লোক ত্বক ক্যান্সারে মারা গিয়েছেন কারণ তারা আর বিনামূল্যে চিকিৎসা করতে পারেননি।

"আমি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাউন্সেলিং করছি কিন্তু আমি নিজেই হতাশ হয়ে যাচ্ছি কারণ একই জিনিস আমার সাথেও ঘটছে। আমার মন সব সময় খারাপ থাকে ... প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কোন সহযোগিতা পাচ্ছে না। আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারছি না, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাহায্য করা সত্যিই কঠিন ছিল, কিন্তু আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। "

বাংলাদেশের ওপিডি প্রতিনিধি।

" আমরা সদস্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা চেয়ে ফোন কল পাই। এই জিনিসটাই আমাদের নিদ্রাহীন রাত দিয়েছে, এটা জানতে পারা যে আমাদের সদস্যরা এখন আরও বেশি কষ্ট পাচ্ছে কারণ টেবিলে রাখার মতো খাবার নেই এবং তারা জানে না কী হচ্ছে। বিশেষ করে যারা শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি [যাদের জন্য তথ্য অভিগম্য নয়]। দুর্দশাগ্রস্থ ফোনকলগুলি সত্যিই, সত্যিই বেদনাদায়ক ছিল কারণ, এমনকি সরকারের কাছেও কোনও সমাধান ছিল না, আমাদের [তাদের সাড়াদান] পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যতক্ষণ না সাহায্য আসতে পারে, এটি এত পীড়াদায়ক ছিল ... এটি সত্যিই, সত্যিই ভয়ঙ্কর ছিল।"

জিম্বাবুয়ের ওপিডি প্রতিনিধি।

" আমরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। আমরা জানি না কখন পরিস্থিতির উন্নতি হবে। এটি একটি অভূতপূর্ব সমস্যা। আমরা কিভাবে পুনরুদ্ধার করতে পারি? দুটি প্রকল্প আমাদের চলমান রেখেছে কিন্তু আমাদের সুযোগ সীমিত, এটি হতাশাজনক। "

বাংলাদেশের ওপিডি প্রতিনিধি।

"মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং মনোসামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি সংগঠন হিসাবে, আমরা অতিমারীর প্রভাব [আমাদের উপাদানগুলির মধ্যে] আমাদের কর্মীদের ওপরও প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করছিলাম এবং আমরা যেভাবে এর সাড়া দিয়েছি তা আমাদের নিজেদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ক্ষতিকর ছিল। অতিরিক্ত তহবিল, যার সাহায্যে আমরা আরো কর্মী পেয়েছিলাম, এভাবে আমরা নিজেদের উপর থেকে সেই চাপ কিছুটা হলেও কমাতে সক্ষম হয়েছি।''

নাইজেরিয়ার ওপিডি প্রতিনিধি।

ফলাফল ৭ঃ

অতিমারীর প্রভাবগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আন্দোলনের ভেতরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রের বাঁধার উপরই আলোকপাত করেছে। অতিমারী চলাকালীন ওপিডিগুলোর অভিজ্ঞতা সরকারের সাথে কার্যকর সম্পৃক্ততার গুরুত্ব তুলে ধরেছে। কেউ যাতে পিছনে পড়ে না থাকে সেই লক্ষ্যে ওপিডি-দের মধ্যে জরুরী পরিকল্পনা এবং সঙ্কটের সময় কার্যকরভাবে ঐক্যবদ্ধ করার মতো কাজগুলোর মধ্যে সমন্বয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব উঠে এসেছে ওপিডিদের অভিজ্ঞতায়। নারীর অধিকার সংগঠনগুলো সহ বৃহত্তর

নাগরিক সমাজের কর্মীদের সাথে অর্থপূর্ণ অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার গুরুত্বও তারা তুলে ধরেছেন।

তিনটি দেশেই, ওপিডিগুলো অন্যান্য ওপিডি-দের সাথে তাদের সহযোগিতা জোরদার করা, আরও সুসংহত প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলন গড়ে তোলাকে অব্যাহত রাখা এবং ভবিষ্যতে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে সরকারের সাথে যুক্ত হওয়ার নতুন উপায় গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জনসাধারণের যোগাযোগ, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, স্বাস্থ্যসেবা এবং জিবিভি পরিষেবা থেকে বাদ দেয়ার নেতিবাচক প্রভাব প্রত্যক্ষ করার পর, তিনটি দেশ জুড়ে ওপিডিগুলো জোর দিয়ে বলেছে, এই অতিমারীটি তাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে বৃহত্তর প্রভাব অর্জন করতে আরও বেশি সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে একসাথে কাজ করা, বিশেষভাবে সরকারের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা কতটা প্রয়োজনীয়। তারা ওপিডিগুলোর কর্মক্ষমতা জোরদার করার ও প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলনকে আরও বেগবান করার প্রয়োজনীয়তা এবং এর জন্য যে আরও সম্পদ সংস্থানের প্রয়োজন তা উল্লেখ করেছে।

জিম্বাবুয়েঃ

> "আমরা এটাও শিখেছি যে ওপিডিগুলোকে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য একসাথে আওয়াজ তুলতে হবে, লবি এবং অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে একতাবদ্ধ হতে হবে ...প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং আমরা সরকারের হস্তক্ষেপ আরও উত্তম হলে খুশি হতাম। ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা হিসেবে কাজ না করে ওপিডি হিসেবে আমরা একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে সম্ভবত আমরা তদবির এবং অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্রে অনেক বেশি কিছু অর্জন করতে পারতাম। ... হয়তো আমরা সরকারকে বোঝাতে পারিনি কারণ তদবিরগুলো বিভিন্ন দিক থেকে এবং বিভিন্ন সংগঠনের কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিসের দাবি নিয়ে আসছিল। কিন্তু যদি আমরা একসাথে এসে একটা জিনিসের দাবি করতাম, তাহলে হয়তো আমরা এ যুদ্ধে জয় লাভ করতাম। তাই এটা আমাদের জন্য একটি শিক্ষা ছিল যে আমাদের সবসময় একতাবদ্ধ হওয়া উচিত এবং নীতি নির্ধারকদের সাথে মতবিনিময় করা উচিত।... আমি মনে করি, সাফল্যের সাথে প্রতিবন্ধী মানুষের কল্যাণে অ্যাডভোকেসি এবং লবিং করার স্তরে পৌছাতে হলে ওপিডিগুলোকে আরও ভালো কার্যক্ষমতা তৈরি করতে হবে।."

জিম্বাবুয়ের ওপিডি প্রতিনিধি।

> ““আমাদের প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অ্যাডভোকেসি করার নতুন উপায়গুলো পুনর্বিবেচনা করতে হবে। জিম্বাবুয়ে ফেব্রুয়ারিতে একটি নতুন জাতীয় প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক নীতিমালা অনুমোদন করেছে। ২০২৫ পর্যন্ত চলমান জাতীয় উন্নয়ন কৌশলে মূলধারার প্রতিবন্ধিতা তুলে আনাকে সক্ষম করতে এটি সরকারের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য একটি সুযোগ। ... কোভিড -১৯ এর কারণে আমরা যা শিখেছি, তা হচ্ছে যখন আমরা সেখানে থাকি না তখন তারাই আমাদের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, যেহেতু পরামর্শ দেওয়ার কেউ নেই। সুতরাং এটি আমাদের লক্ষ্যের আরেকটি অংশ, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামোতে স্ব-প্রতিনিধিত্বের জন্য চাপ দেওয়া। ”
>
> জিম্বাবুয়ের ওপিডি প্রতিনিধি।

নাইজেরিয়া:

> “আমি মনে করি নাইজেরিয়ায় আমরা শিখেছি যে আমাদের অবশ্যই দল হিসেবে একসাথে কাজ করতে হবে। আমি মনে করি এটা সব ওপিডিগুলোর একসাথে কাজ করার অক্ষমতা, সরকারের সাথে আমাদের সম্পৃক্ততাকে প্রভাবিত করে। ... এটা আমাদের ইন্টারভেশান ও প্রোগ্রামের নকশা থেকে আমাদের চাওয়া-পাওয়া নিয়ে দরকষাকষির ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। আমি মনে করি একটি প্রধান শিক্ষা হলো সরকারের সাথে আমাদের অ্যাডভোকেসির সাফল্যের জন্য দল হিসেবে একত্রে কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ”
>
> নাইজেরিয়ার এফজিডি অংশগ্রহণকারী।

> "ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ওপিডিগুলোর জন্য সহায়ক ... [এটি] চাবিকাঠি। সেবা প্রদান এবং আমাদের নির্দেশাবলী পূরণের জন্য সহায়তা করার ক্ষেত্রে এটি অনেক দূর এগিয়ে যাবে।”
>
> নাইজেরিয়ার এফজিডি প্রতিনিধি।

> "আন্দোলন গড়ে তোলা এখন আমাদের জন্য খুব, খুব গুরুত্বপূর্ণ... মনোসামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নেটওয়ার্ক নেই, না আছে প্রতিবন্ধী যুবক বা প্রতিবন্ধী নারীদের ... মানে আমাদের এমন একটি আন্দোলন রয়েছে যা তেমন একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়। নাইজেরিয়ায় প্রতিবন্ধিতা ও উন্নয়ন বিষয়ে আমরা যে ধরনের অ্যাডভোকেসি দেখতে চাই তা সম্মিলিতভাবে চালিয়ে নেবার জন্য, আমাদের প্রত্যক্ষ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এছাড়াও আমাদের খুব শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
>
> নাইজেরিয়ার ওপিডি প্রতিনিধি

বাংলাদেশ:

> “ডিপিওগুলো একত্রিত হচ্ছে, যা একটি ভালো জিনিস। ডিপিওগুলো আরও সমন্বিত এবং সহযোগিতামূলক হয়ে উঠছে। ”
>
> বাংলাদেশের এফজিডি প্রতিনিধি

> “আমাদের আরও সজ্জিৎ ও ঐক্যবদ্ধ এবং সক্রিয় হতে হবে। অন্যথায়, আমরা টিকে থাকতে পারব না। এবং পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা ও সক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্য পর্যাপ্ত সহায়তা এবং মানসিকতা বরাদ্দ করতে হবে।"
>
> বাংলাদেশের এফজিডি অংশগ্রহণকারী।

কিছু ওপিডি বর্তমানে অতিমারী টাস্ক ফোর্সে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির উন্নয়নের জন্য, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেল্ফ-এ্যাডভোকেট হতে আরও বেশি সহায়তা করার জন্য কাজ করছে। জিম্বাবুয়ের ওপিডিগুলো পার্লামেন্টে দুইজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি থাকার সুবিধা লক্ষ্য করেছে, তবে একটি আম্ব্রেলা ওপিডি এটিও জোর দিয়েছে যে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিকে শাসন ব্যবস্থায় এবং কোভিড -১৯ টাস্কফোর্স সহ প্রায়োগিক স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

তিনটি দেশেই সম্প্রতি সরকার ও ওপিডি-দের মধ্যে সহযোগিতার উন্নতি এবং পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রমে ওপিডিগুলোর অন্তর্ভুক্তির গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি ২০২০ সালের জুন মাসে তাদের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০ থেকে ২০২৫) চালু করেছে; বর্তমানে ইউএনসিআরপিডির বিষয়ে নাইজেরিয়ার অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রক্রিয়াধীন, এবং সরকার সম্প্রতি জাতীয় প্রতিবন্ধী কমিশন গঠন করেছে; এবং জিম্বাবুয়েতে, জাতীয় প্রতিবন্ধিতা নীতিমালা ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুমোদিত হয়েছিল এবং ২০২১ সালের জুন মাসে চালু হয়েছিল।

ওপিডিগুলো অন্যান্য সুশীল সমাজকর্মী এবং সামাজিক আন্দোলনের সাথে সহযোগিতার অপরিহার্য গুরুত্বও উল্লেখ করেছে।

একজন ওপিডি প্রতিনিধি প্রতিবন্ধী-কেন্দ্রিক আইএনজিওগুলোর ক্ষেত্রে ওপিডিদের ভূমিকা এবং দায়িত্বের ব্যপারে তার প্রতিফলন জানিয়েছেনঃ

> ”সীমা অতিক্রম করা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়,... হয়তো [ডিপিও] জ্ঞানের অভাব রয়েছে বা তারা খুব ভালভাবে যুক্ত হতে পারছে না। ওপিডি-দের এসব নিয়ে কথা বলতে পারা এবং পিছনের আসনটি না নিয়ে সামনের আসনটি [অ্যাডভোকেসিতে] নিতে সক্ষম হবার জন্য কার সহায়তা করার কথা? আমি মনে করি এটি একটি বড় বাধা যা আমরা এখন মোকাবিলা করছি। ... এটি একতরফা হতে শুরু করে ...আইএনজিও-গুলো খুব দ্রুত সামনে এগিয়ে আসছে এবং ডিপিওগুলো তাদের আসল উদ্বেগের বিষয়গুলো থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে, তাই আমি মনে করি আইএনজিও-গুলোর আরও অনেক কিছু করা উচিত। আপনি জানেন যে তাদের একটি কৌশলগত ভূমিকা আছে, যা সহায়তা করার কাছাকাছি। ... আমরা লক্ষ্য করেছি অতিমারী চলাকালীন সময়ে এমন কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল যা সত্যিই আমাদের কিছু নির্দিষ্ট ব্যবধান দূর করার জন্য অ্যাডভোকেসি করার সুযোগ দিতে পারত। [কিন্তু] এনজিও, এগিয়ে এসে,'আরে,

> আমি লক্ষ্য করছি এটি ঘটছে, আমরা কি করতে পারি? এটাকে সরাতে আমি কিভাবে আপনাকে সহায়তা করতে পারি?' বলার পরিবর্তে আইএনজিও সরাসরি সরকারকে চিঠি লিখছে। ... আমি মনে করি এই বিষয়টিকে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ, সহানুভূতিশীল পদ্ধতিতে সম্পৃক্ত করার জন্য অনেক গভীর বোঝাপড়ার প্রয়োজন... [একে অপরের] ভূমিকা ও দায়িত্বগুলো পুরোপুরি বোঝার জন্য।”
>
> নাইজেরিয়ার ওপিডি প্রতিনিধি।

এই ওপিডি প্রতিনিধি উদ্বিগ্ন ছিলেন যে (এই ক্ষেত্রে অ্যাডভোকেসি, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ এবং সংকলন) আইএনজিওগুলো সেই কাজ করে ফেলছে যা আইএনজিও এবং দাতাদের কাছ থেকে আরেকটু সহায়তা এবং তহবিল পেয়ে থাকলে ওপিডিগুলো নিজেরাই করতে পারত,। এই বৃষয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ এখনও যেভাবে দাতাদের ও আইএনজিও দ্বারা পরিচালিত হয় সেটা, উন্নয়নে অংশীদারিত্বের ভূমিকা, দায়িত্ব ও ক্ষমতার বন্টণ পুনঃমূল্যায়নের এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর বৃহত্তর আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। সম্প্রতি উন্নয়ন খাত জুড়ে এটি পুনর্জাগরিত হয়েছে।

অতিমারী চলাকালীন সময়ে সুশীল সমাজের কর্মী এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে ওপিডি-দের একত্রে কাজ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, সাক্ষাৎকার দেওয়া ওপিডিগুলোর কোনটিই প্রতিবন্ধী আন্দোলনের বাইরে বহুপক্ষীয় সংস্থা বা অন্যান্য মানবাধিকার কর্মীদের সাথে একত্রে কাজ করা এবং পারষ্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে কিছু জানাতে পারেননি। অন্যান্য এলএমআইসি-গুলোতেও এই সম্পৃক্ততা সম্পর্কে সীমিত সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছে।

অতিমারী চলাকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বল্প-প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠীগুলো সুশীল সমাজের নেটওয়ার্কগুলোতে কতটা অংশ নিয়েছিল তা স্পষ্ট ছিল না। নাইজেরিয়ার দুজন ওপিডি প্রতিনিধি উল্লেখ করেছেন যে শারীরিক ও স্নায়বিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রতিবন্ধী আন্দোলনের মধ্যে বেশি দৃশ্যমান ও স্পষ্টভাষী ছিল এবং শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অ্যালবিনিজম এবং মনোসামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী নারীদের এসব ক্ষেত্রে কম দেখা যায়। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে ওপিডি কাঠামোতে নারীদের কম প্রতিনিধিত্বের কারণে দক্ষিণ সুদানে তাদের পরিচালিত কোভিড-১৯ প্রভাব মূল্যায়নে প্রতিবন্ধী নারীদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা চ্যালেঞ্জিং ছিল এবং মনোসামাজিক প্রতিবন্ধী এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানো চ্যালেঞ্জিং ছিল কারণ বর্তমানে জাতীয় বা রাজ্য স্তরে ওপিডিগুলো তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করে না (ইন্টার-এজেন্সি ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ডিজএ্যাবিলিটি-ইনক্লুসিভ কোভিড-১৯ রিস্পন্স অ্যান্ড রিকভারি,২০২০)।

জিম্বাবুয়েতে, দুটি ওপিডির প্রতিনিধিরা অতিমারী চলাকালীন সময়ে উইমেন'স কোয়ালিশন অফ জিম্বাবুয়ের সাথে সহযোগিতার সুবিধাগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। নারীদের অধিকার সংস্থা এবং জিবিভি পরিষেবা প্রদানকারীরা ওপিডিগুলোর কাছে তাদের কর্মকান্ডকে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে এবং প্রতিবন্ধী নারীদের ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে জিবিভি-র রিপোর্ট এবং ঘটনার ক্ষেত্রে কাজ করতে প্রদত্ত কারিগরী পরামর্শ এবং সহায়তা চাইতে সক্ষম হয়েছে। একইভাবে, ওপিডিগুলো তাদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের যথাযথ সেবা প্রদানের জন্য রেফার করতে পারে এবং যেখানে তাদের অভিজ্ঞতা কম সেখানে জিবিভিতে কাজ করার জন্য তথ্য ও সহায়তা চাইতে পারে। কেস স্টাডি ৩-এ এটি দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে যে, ডেফ উইমেন ইনক্লুডেড আরো তিনটি নারী অধিকার সংগঠনের সাথে

পিয়ার মনিটরিং ইনিশিয়েটিভ বা সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শমূলক উদ্যোগ যা কোভিড ১৯ আগমনের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা থেকে উপকৃত হয়েছে, এই সম্পর্কটি অতিমারী আঘাত হানার পর অমূল্য হয়ে ওঠে। একে অপরের কাজের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী নারীদের অভিজ্ঞতা ও বাধাগুলো বোঝা এবং কীভাবে তাদের সাথে কার্যকরভাবে কাজ করা যায় তা শেখার জন্য সংস্থাগুলো পূর্বেই একসাথে যুক্ত হয়েছে। অতিমারী চলাকালীন সময়ে এই সংস্থাগুলো ডেফ উইমেন ইনক্লুডেডকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার (এসআরএইচআর), জিবিভি পরিষেবা প্রদানের বিধিবিধানের মাঝে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা এবং অতিমারী চলাকালীন সময়ে জিম্বাবুয়েতে সামাজিক বৈষম্যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারে অগ্রগতির উপর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন গবেষণায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়, যা নিশ্চিত করেছে যে গবেষণাটি প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ছিল।

এর বিপরীতে, নাইজেরিয়ায় প্রতিবন্ধী নারীদের একটি সংস্থার একজন প্রতিনিধি তার হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, অতিমারী চলাকালীন সময়ে দূরবর্তীভাবে কাজ করার ফলে জাতীয় জেন্ডার নীতিমালা পর্যালোচনার সময় মূলধারার নারী অধিকার সংস্থার সাথে তার সংস্থার যোগাযোগ ছিল সীমিত:

> “আমাদের যদি সেই পূর্ণাঙ্গ স্থানটি থাকত এবং নারীরা জাতীয় জেন্ডার নীতিমালায় অবদান রাখার সময়ে যোগাযোগের অন্য নারীদের সাথে পেত তাহলে আরও ভাল হতো। কারণ পর্যালোচনায় প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক উপাদান চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ছাড়াও, আমি ভেবেছিলাম যে এই ধরনের সমাবেশ অপ্রতিবন্ধী নারীদের সাথে একটি বিশেষ বিষয়ে কাজ করায় প্রতিবন্ধী নারীদের মধ্যে কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে সক্ষম হবে। প্রতিবন্ধী নারীরা খুবই অদৃশ্য, মূলধারার নারীদের কর্মসূচী বা বক্তব্য থেকে একদমই গায়েব … আমরা অপ্রতিবন্ধী নারীদের সাথে আলাপচারিতা এবং তাদের সাথে পরিচিত হওয়ার খুব গুরুত্বপূর্ণ সুযোগটি হারিয়ে ফেলেছি।“
>
> নাইজেরিয়ার ওপিডি প্রতিনিধি।

ফলাফল ৮ঃ

ঝটিকা মূল্যায়নটি অতিমারী চলাকালীন সময়ে ওপিডিগুলোর দুর্যোগ কাটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছে- এমন অনেকগুলো বিষয় চিহ্নিত করেছে। যদিও সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সমস্ত ওপিডিগুলো তাদের কার্যক্রমে অতিমারীর প্রভাবকে অত্যধিক নেতিবাচক বলে বর্ণনা করেছে, কিছু ওপিডি গত বছরে ইতিবাচক সুযোগ-সুবিধা এবং যোগাযোগের সুযোগ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। এটি মূলত নিম্নলিখিত কারণে হয়েছিল যা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হলঃ

বিভিন্ন ধরণের তহবিল উৎস আর্থিক ধাক্কা সত্ত্বেও ওপিডিগুলোকে তাদের কার্যক্রম কিছুটা বজায় রাখতে সক্ষম করে। যে ওপিডিগুলো তহবিলের উৎস একটাই, উদাহরণস্বরূপ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মেম্বারশীপ বা পরিষেবা ফি, অথবা স্থানীয় ব্যবসা এর সিএসআর অনুদানের উপর বেশি নির্ভরশীল ছিল, অতিমারীর কারণে দাতারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে তাদের বেশিরভাগ বা সমস্ত তহবিল হারানোর সম্ভাবনা বেশি ছিল।

নতুন তহবিল সনাক্ত এবং প্রাপ্তির সামর্থ্য। কিছু ওপিডি যাদের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট কর্মী এবং তহবিল সংগ্রহ ও নেটওয়ার্কিংয়ের অভিজ্ঞতা বেশি ছিল, তারা নতুন অতিমারী সাড়াদান কার্যক্রমের জন্য তহবিল, লকডাউন চলাকালীন পরিচালন খরচ বহন করার জন্য নমনীয় তহবিল এবং ছোট বা স্বল্প-প্রচলিত দাতাদের কাছ থেকে তহবিল যেমন ছোট ব্যবসা বা আন্তর্জাতিক স্থাপনার জন্য ত্বরিত তহবিল অভিগমনে সক্ষম হয়েছিল। বিপরীতে, অনেকগুলো ওপিডি যাদের আগে কখনও বিভিন্ন তহবিলের উৎস খুঁজতে হয়নি, তারা অতিমারীটির প্রথম মাসগুলোতে আরও মারাত্মক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ওপিডি-দের সক্ষমতায় সহায়তা এবং প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী দাতারা। ওপিডিগুলোর সাথে দাতাদের বিদ্যমান দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক এবং ওপিডির সক্ষমতার সহায়তা ও প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখার জন্য দাতাদের একটি বিশেষ আগ্রহের কারণে ওপিডিদের নমনীয়, অতিরিক্ত এবং সময়োপযোগী তহবিল সরবরাহ করেছিল, যা অতিমারী চলাকালীন সময়ে তাদের প্রকৃত চাহিদা পূরণ করেছিল এবং তাদের নিয়মিত কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম করেছিল। বিনা খরচে প্রসারণ প্রদানের পরিবর্তে, কিছু তহবিলকারীরা নিশ্চিত করেছেন যে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করা যাক আর না যাক ওপিডি কর্মীদের বেতনের অর্থ প্রদান যেন পুরো অতিমারীর সময় চলতে থাকে। ওমেনকাইন্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইড এবং ডিজএ্যাবিলিটি রাইটস ফান্ডের মতো দাতা এবং অংশীদারদের কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলো নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে যেন সংস্থা এবং কর্মীরা অতিমারী থেকে রক্ষা পেতে পারে এবং "বিল্ড ব্যাক বেটার" আন্দোলনের অংশ হতে পারে। বিপরীতে, অনেক তহবিলকারীরা অনুরোধ করেছিলেন যে, অতিমারী চলাকালীন সময়ে ওপিডিগুলো যেন তাদের কাজের দিক পরিবর্তন করে, অথবা তারা ওপিডি তহবিল সাময়িক ভাবে বন্ধ বা হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যার উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব ফলাফল ৬ -এ বর্ণিত হয়েছে।

অতিমারীর পূর্বে সরকারের স্বীকৃতি এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ততা। অতিমারীর পূর্বে সরকারি মন্ত্রণালয়ের সাথে যেসব ওপিডির সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ছিল, অতিমারী চলাকালীন সময়ে তাদের সরকারের সাথে পারস্পরিক এবং গঠনমূলক সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা বেশি ছিল, বিশেষ করে যেখানে ওপিডি নেতাদের সংসদ সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত বা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল । সরকারের সাথে সামান্য অথবা কোনো পূর্ব-যোগাযোগ বিহীন ওপিডি; পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর উপর মনোনিবেশ করা ওপিডি (আদিবাসী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অটিজম এবং অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ, ডাউন সিনড্রোমযুক্ত ব্যক্তিবর্গ, শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ); এবং তদবিরের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে সরকারের সাথে সম্পৃক্ত ওপিডিগুলোর অতিমারীর প্রথম ছয় মাসে যোগাযোগের জবাব পাওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল।

সাংগঠনিক মডেল। বিশেষত প্রাথমিকভাবে যেসব ওপিডি স্বেচ্ছাসেবক এবং স্ব-সহায়ক দলের বৃহৎ নেটওয়ার্ক যা কমিউনিটি লেভেলে প্রত্যক্ষভাবে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের নিয়ে কাজ করত, তারা এই অতিমারী চলাকালীন দীর্ঘ সময়ের জন্য সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ রাখার ঝুঁকিতে ছিল। যদিও স্বেচ্ছাসেবীদের উপর নির্ভরতা এবং সামনাসামনি কাজ করা প্রায়ই ওপিডিগুলো কার্যক্রম পরিচালনার একটি প্রধান উপায়, এই একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেআংশিকভাবে চলাচলের উপর বিধিনিষেধাজ্ঞা, ইন্টারনেট সংযোগ ও অভিগম্যতার অভাব, এবং কোন ক্ষেত্রে সদস্যদের সহায়তা করার মত বেতনভুক্ত কর্মীর সীমিত সংখ্যার কারণে এটি তাদের কাজকে ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। এটি ওপিডিগুলোকে তাদের সদস্য, কর্মকর্তা ও জনসাধারণকে যুক্ত করার জন্য বার্তা প্রদানের পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনতে বাধ্য করেছে।

ইনক্লুশন ফিউচার্স এর আওতায় কোভিড-১৯ এর সময় জাহাঙ্গীরক ও তার পরিবারকে তাৎক্ষণিক ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়। মোবাইল ফোন মেরামত প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের নিকট তাকে কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়।© **Brac**

কেস স্টাডি ৩ঃ

জিম্বাবুয়ের প্রতিবন্ধী নারীদের একটি সংগঠন ডেফ উইমেন ইনক্লুডেড-এর প্রানবন্ততা।

ডেফ উইমেন ইনক্লুডেড (জিম্বাবুয়ের প্রতিবন্ধী নারীদের নেতৃত্বে এবং তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন) এর অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করে যে কিভাবে উপরে উল্লেখিত কিছু প্রতিরক্ষামূলক বিষয় অতিমারী চলাকালীন সময়ে তাদের প্রানবন্ত থাকতে সহায়তা করেছিল। অতিমারীর পূর্বে, ডেফ উইমেন ইনক্লুডেড প্রাথমিকভাবে প্রতিবন্ধী নারী এবং কন্যা শিশুদের এসআরএইচআর এবং জিবিভি-এর বিরুদ্ধে কাজ করত, যার মধ্যে আরও জেন্ডার ও প্রতিবন্ধী-সংবেদনশীল বাজেটিংয়ের জন্য অ্যাডভোকেসি, সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার উন্নত করার জন্য বিচার মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত হওয়া এবং জিবিভি ঘটনা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোভিড -১৯-এর আগে, ডেফ উইমেন ইনক্লুডেড-এর বিভিন্ন ধরণের তহবিল ছিল, যার মধ্যে ছিল বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক দাতাদের অনুদান, অপ্রাতিষ্ঠানিক দাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নমনীয় অনুদান এবং ইশারা ভাষা শিখানো থেকে নিয়মিত আয়ের ধারা, যা তাদের মূল খরচ বহন করত। এই তহবিলের বৈচিত্র্য, সেই সাথে দাতাদের সাথে তাদের বিদ্যমান সম্পর্কের কারণে তারা সাক্ষাৎকারকৃৎ অন্যান্য ওপিডিগুলোর তুলনায় অতিমারী চলাকালীন সময়ে তাদের কার্যক্রম আরো স্বতস্ফূর্তভাবে চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

অতিমারী চলাকালীন সময়ে, ডেফ উইমেন ইনক্লুডেড অতিমারীর প্রথম মাসগুলোতে নারী অধিকার সংগঠনগুলোর কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার জন্য নকশাকৃত নতুন 'রেসিলিয়েন্স ফান্ড' এর অধীনে ওমেনকাইন্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইড থেকে স্ব-প্রদত্ত, নমনীয় এবং অবারিত অনুদান পেয়েছিল। এই অনুদান দূরবর্তীভাবে কাজ করার নতুন কারিগরী খরচ, এবং এসআরআইচআর- বিষয়ে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, যা অন্যথায় বন্ধ হয়ে যেত। অতিমারী চলাকালীন সময়ে যখন লোকেরা গৃহবন্দী ছিল তখন কর্মীরা নারী ও কন্যা শিশুদের এসআরএইচআর -এর নতুন বাঁধা খেয়াল করে, উদাহরণস্বরূপ লকডাউনের সময় যৌনমিলনের চাপ বৃদ্ধি, এবং লকডাউনের কারণে পরিবার পরিকল্পনায় সীমিত প্রবেশাধিকার এবং অসহনীয়তার বৃদ্ধি। এই অনুদান তাদের বিদ্যমান কাজকে অতিমারী সাড়াদান প্রক্রিয়ায় তাদের কার্যপদ্ধতি পরিবর্তন করে নতুন প্রেক্ষাপটে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করে। কর্মীরা অতিমারী চলাকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যা শিশুদের বিরুদ্ধে জিবিভির মাত্রার বৃদ্ধি লক্ষ্য করে এবং যখন কর্মীরা অতিরিক্ত তহবিল খুঁজছিল, তখন এই নমনীয় অনুদান তাদের জিবিভি-সম্পর্কিত অভিগম্য আইসিটি উপকরণ বিকাশে সক্ষম করে।

ডেফ উইমেন ইনক্লুডেড-এর সরকারের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক অতিমারী চলাকালীন সময়ে লাভজনক ছিল। তারা তাদের অ্যাডভোকেসি কাজ অব্যাহত রেখেছে এবং মানিয়ে নিয়েছে, এবং অতিমারী সম্পর্কে তথ্য যেন শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিগম্য হয় তা নিশ্চিত করার জন্য তারা একটি সরকারি যোগাযোগ কর্মকান্ডের দলে অন্তর্ভুক্ত ছিল ।একজন সরকারি প্রতিনিধি অতিমারী চলাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের ইশারা ভাষা শেখানোর জন্য তাদের সহায়তার অনুরোধ করে ডেফ উইমেন ইনক্লুডেড সাথে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ করেছিলেন।

ডেফ উইমেন ইনক্লুডেড অতিমারী চলাকালীন সময়ে তাদের পূর্ব-বিদ্যমান অংশীদারিত্ব এবং নেটওয়ার্ক থেকেও উপকৃত হয়েছিল।উদাহরণস্বরূপ, একে অন্যের কাজ থেকে শিক্ষা গ্রহন এবং প্রতিবন্ধী নারীদের অভিজ্ঞতা ও বাঁধা সম্পর্কে তাদের সহানুভূতিশীল করে তোলার জন্য ডব্লিউআরও- কে সমর্থন করার ক্ষেত্রে অতিমারীর পূর্বে সংগঠনটি অন্য তিনটি ডব্লিউআরও- এর সাথে একটি পিয়ার মনিটরিং ইনিশিয়েটিভ বা সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শমূলক উদ্যোগে অংশগ্রহণ করছিল। অতিমারী চলাকালীন সময়ে এই সংস্থাগুলো এসআরএইচআর, জিবিভি পরিষেবা প্রদানের বিধিবিধানের মাঝে বিদ্যমান শূন্যতা এবং জিম্বাবুয়ের সামাজিক বৈষম্য, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে অগ্রগতির উপর তিনটি ভিন্ন গবেষণায় অংশ নেওয়ার জন্য ডেফ উইমেন ইনক্লুডেড-কে আমন্ত্রন জানিয়েছে। তারা অতিমারী চলাকালীন সময়ে অন্যান্য ডব্লিউআরও- এর মাধ্যমে উইমেন্স কোয়ালিশন অফ জিম্বাবুয়ের সাথে একত্রে কাজ করেছিল, যেমনটি আগের পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

যদিও অতিমারী চলাকালীন সময়ে অন্যান্য ওপিডিগুলোর তুলনায় সংস্থাটি বেশি প্রাণবন্ত ছিল, তারপরও এটি তহবিল সংক্রান্ত বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিল।কর্মীরা বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যা শিশুদের বিরুদ্ধে জিবিভি বৃদ্ধি এবং এটি মোকাবেলার জন্য সীমিত তহবিল নিয়ে উদ্বিগ্ন। "দাতা প্রতিষ্ঠান যদি বন্ধ হয়ে যায় বা তারা যদি নিজেদের গুটিয়ে ফেলে তাহলে কি হবে, এর মানে কি যে আমরা [জিবিভি তে] যে কাজগুলো করি তা বন্ধ করে দিতে হবে?" ডেফ উইমেন ইনক্লুডেড এমন উদ্বেগও প্রকাশ করে যে, জিম্বাবুয়ের জিবিভি পরিষেবা প্রদানকারীদের প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যা শিশুদের সাথে কাজ কর্‌ার সক্ষমতা নেই এবং তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জিবিভি পরিষেবা প্রদানকারী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।

দিই বিক্রীর ব্যবসা চালু রাখার জন্য মিলিসেন্ট কে কোভিড-১৯ এর সময় ইনক্লুসিভ ফিউচার্স এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। © **Light for the World / InBusiness**

৬। ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা এবং বিবেচ্য বিষয়াদি

ওপিডি-দের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি

অতিমারী চলাকালীন সময়ে ভবিষ্যতে তাদের সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি কী হতে পারে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করা ওপিডিগুলো তাদের ভবিষ্যত নিয়ে হতাশাব্যঞ্জক এবং আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি উভয়ই সমান ভাবে ব্যক্ত করেন। অনেকে চরম আর্থিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এবং বাড়তি তহবিলের টেকসই উৎস ছাড়া তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কেউ কেউ অতিমারীর সাথে যুক্ত দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা- নারী ও কন্যা শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত জিবিভি, দূরবর্তী শিক্ষা এবং স্কুলে ফিরে যাওয়া, সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী মানসিক স্বাস্থ্য সংকট, অন্তর্ভুক্তিমূলক টিকা কর্মসূচি নিশ্চিত করা এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের সাথে সাথে কর্মসংস্থান বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

কিছু ওপিডি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে সরকার এবং সুশীল সমাজ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ক্রমাগত বাদ পড়ে যেতে পারে। অন্যরা ওপিডি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভবিষ্যত দুর্যোগে আরও ভালভাবে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আন্দোলন গড়ে তোলা ও শক্তিশালী করা এবং সরকারের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতি সাধনের বিষয়ে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছে।

> "অতিমারীর কারণে যে হস্তক্ষেপগুলো করা হয়েছিল সেগুলোর বেশিরভাগ থেকেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বাদ পড়ে গিয়েছিল। কেবলমাত্র এটিই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সহায়ক। "
>
> জিম্বাবুয়ের ওপিডি প্রতিনিধি।

বিবেচ্য বিষয়াদি

সাক্ষাৎকার এবং এফজিডি'র পর্যবেক্ষণ থেকে এফসিডিও এবং ডিজএ্যবিলিটি ইনক্লুশন হেল্পডেস্ক কোভিড -১৯ মোকাবেলা ও পুনর্গঠনে নিম্নলিখিত অগ্রাধিকারগুলো বাছাই করেছে। অগ্রাধিকারগুলো কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও পুনর্গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রভাবকের সাথে সম্পর্কিত। ভবিষ্যত সংকট মোকাবেলার শিক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য এগুলো বাছাই করা হয়েছে। ওপিডিগুলোর অগ্রাধিকার ও প্রত্যেক প্রভাবককের জন্য তাদের সুপারিশগুলো সনাক্ত করতে এবং বুঝতে তাদের সঙ্গে আরও মতবিনিময় এবং সম্পৃক্ততার জন্য সুপারিশ করা হয়।

সরকারঃ

দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলা টাস্ক ফোর্সে এবং দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের জন্য অন্যান্য পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ওপিডিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা।

প্রতিবন্ধী নারীদের সংগঠন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বল্প প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠীসহ ওপিডিগুলোর সম্পূর্ণ বিস্তার ও বৈচিত্র্য জুড়ে দীর্ঘমেয়াদী অংশগ্রহণ জোরদার করা।

কোভিড -১৯ এর সাড়াদান প্রক্রিয়াগুলো যেন (কমপক্ষে) প্রতিবন্ধিতা, জেন্ডার এবং বয়সের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা তথ্য সংগ্রহ, যোগাযোগ, সামাজিক সুরক্ষা, জিবিভি পরিষেবা, মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং শিক্ষাসহ মূল পরিষেবা ও বিভাগগুলোর চাহিদা মূল্যায়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নিবন্ধনের উপর জোর দিতে ওপিডিগুলোর সাথে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে এবং একত্রে কাজ করা।

সবার জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহজলভ্য অনলাইন পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতার বৈষম্য দূর করা।

প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের সহিংসতা মুক্ত জীবন যাপনের অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য ওপিডি, নারীদের সংগঠন, জিবিভি পরিষেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্যদের সাথে কাজ করা।

সুশীল সমাজ ও মানবাধিকার কর্মীরাঃ

দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়া দানে টাস্ক ফোর্স, এবং দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের জন্য অন্যান্য পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ও ওপিডিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা।

প্রতিবন্ধিতা-অন্তর্ভুক্ত জিবিভি প্রতিরোধ ও সাড়া দানের জন্য সরকার, ওপিডি এবং জিবিভি পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা।

ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা মোকাবেলা করা এবং ওপিডিগুলোর সাথে আরও ন্যায়সঙ্গত অংশীদারিত্ব ও অর্থপূর্ণ সহযোগিতার বন্ধন গড়ে তোলা, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের প্রতিনিধি এবং এ্যাডভোকেট হিসাবে তাদের নির্দেশনাকে সম্মান এবং প্রচার করে।

দাতা এবং অংশীদারঃ

কোভিড-১৯ পুনর্গঠনের সময় ও এর পরে এবং অন্যান্য সংকটে সাড়াদান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ওপিডিগুলোর জন্য অতিরিক্ত নমনীয়, মূল এবং দীর্ঘমেয়াদী তহবিল সরবরাহ করা।

মূল পরিচালন ব্যয় মেটানো, সাংগঠনিক ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং কর্মী তহবিলের পাশাপাশি প্রকল্প-ভিত্তিক তহবিলের জন্য ফান্ডিং পদ্ধতি তৈরিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ওপিডিদের সাথে পরামর্শ করা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ওপিডিগুলোসহ প্রতিবন্ধী নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বল্প প্রতিনিধিত্বমূলক গোষ্ঠীগুলোর প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা, অগ্রাধিকার এবং পরিস্থিতি মেটাতে তহবিল প্রদান করার জন্য ওপিডিগুলোর সাথে পরামর্শ করা।

প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতিনিধিত্বকারী ও স্বল্প প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওপিডিগুলো সহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ওপিডিগুলোকে প্রভাবিত করে এমন সমস্যাগুলোকে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য, পৃথকীকৃত ডেটার সাথে সম্পর্কিত তথ্যপ্রমাণাদির ফারাক মোচনে বিনিয়োগ করা।

জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ক্ষেত্রে কোভিড -১৯ পুনরুদ্ধারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ওপিডিগুলোর অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য কূটনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করা।

ওপিডিঃ

সরকারের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পৃক্ততা অব্যাহত রাখা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিশ্চয়তা দেয়া যে, তাদের সমস্ত বৈচিত্র্য, উদাহরণস্বরূপ- প্রতিবন্ধী নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বল্প প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠীদেরও সরকারি কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আম্ব্রেলা ওপিডিগুলো অতিমারী সাড়াদান প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা/অভিজ্ঞতা সংগ্রহ ও শেয়ার করার জন্য একটি ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করতে পারে এবং সরকার, দাতা ও অন্যান্য উন্নয়ন ও মানবাধিকার কর্মীদের জন্য সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করতে পারে।

তহবিলের উৎসকে বৈচিত্র্যময় করতে এবং যেখানে সম্ভব সেখানে মূল তহবিল তৈরি করতে বিকল্পগুলো বিশ্লেষণ করা।

অধিকতর গবেষণার বিষয়সমূহঃ

অতিমারী চলাকালীন সময়ে এলএমআইসিতে মানসিক স্বাস্থ্য নীতি এবং পরিষেবা যেখানে পূর্ব-বিদ্যমান মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পন্ন ব্যক্তি এবং মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত হয়।

জিবিভি সেবায় ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় (ইন্টারসেকশনালিটি) এবং প্রতিবন্ধিতার অন্তর্ভুক্তি, এবং নারী অধিকার সংস্থা, জিবিভি পরিষেবা প্রদানকারী ও প্রতিবন্ধী নারীদের সংগঠনের একত্রে কাজ করা।

কোভিড -১৯ অতিমারীর সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি, এবং সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছে ওপিডিগুলোর পৌঁছানো।

৭। রেফারেন্স

এডিডি ইন্টারন্যাশয়ানল (২০২০) আয় হ্রাস, সহিংসতার ঝুঁকি এবং উগান্ডায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের প্রতিক্রিয়া https://add.org.uk/file/4345/download?token=VpGiyRl0

বন্ড, (২০২০) কোভিড -১৯ কীভাবে এনজিওগুলোর অর্থায়ন ও কার্যক্রমকে প্রভাবিত করছে? https://www.bond.org.uk/news/2020/04/how-is-covid-19-affecting-ngos-finances-and-operations

ব্রেনান, সি. (২০২০) অতিমারী চলাকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার: কোভিড -১৯ ডিজএ্যবিলিটি রাইটস মনিটরের ফলাফল নিয়ে একটি বৈশ্বিক প্রতিবেদন। https://www.africaportal.org/publications/disability-rights-during-pandemic-global-report-findings-covid-19-disability-rights-monitor/

ডিজএ্যবিলিটি ইনক্লুশন হেল্পডেস্ক (২০২০-২০২১) ডিজএ্যবিলিটি ইনক্লুশন হেল্পডেস্ক কোভিড-১৯ এভিডেন্স ডাইজেস্ট ১-৫ https://www.sddirect.org.uk/our-work/disability-inclusion-helpdesk/

ডিএসআই (ডাউন সিনড্রোম ইন্টারন্যাশনাল) (২০২০) সদস্য সংস্থাগুলোর ডিএসআই কোভিড-১৯ জরিপ- এপ্রিল ২০২০, ডাউন সিনড্রোম ইন্টারন্যাশনাল, http://www.edsa.eu/wp-content/uploads/2020/05/DSi_COVID-19_survey-summary-of-results-for-members.pdf

ডাঙ্কল,কে., ভ্যান ডার হেইজডেন,আই., স্টার্ন, ই. অ্যান্ড ই. চিরওয়া (২০১৮) নারী এবং কন্যাশিশুদের প্রতিবন্ধিতা এবং তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা https://www.whatworks.co.za/documents/publications/195-disability-brief-whatworks-23072018-web/file

জিএসএম আসোসিয়েশন (জিএসএমএ) (২০২০) দি মোবাইল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২০, লন্ডনঃ জিএসএম আসোসিয়েশন https://www.gsma.com/r/gender-gap/

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (২০২১) “ ইয়ারস ডোন্ট ওয়েট ফর দেম” কোভিড -১৯ অতিমারীর কারণে শিশুদের শিক্ষার অধিকারে অসমতা বৃদ্ধি https://www.hrw.org/report/2021/05/17/years-dont-wait-them/increased-inequalities-childrens-right-education-due-covid

আইডিএ (২০২০এ) কোভিড -১৯ বৈশ্বিক অতিমারীর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতার উপর আইডিএ জরিপ, https://www.internationaldisabilityalliance.org/covid19-survey

আইডিএ (২০২০বি) “ আমরা হয় ক্ষুধা অথবা করোনা ভাইরাসের কারণে মারা যাই” কোভিড-১৯ ইন ইকুয়েডর , "We either die of hunger or coronavirus", COVID-19 in Ecuador | International Disability Alliance

Inclusive Futures

UKaid from the British people

আইডিএ (২০২০সি) কোভিড-১৯ঃ প্রতিবন্ধী মানুষের কাছে পৌঁছানো
https://inclusivefutures.org/wp-content/uploads/2020/12/DID-COVID-19-progress-report.pdf

আইডিএ (২০২০ডি) দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দুটি গল্প: কিভাবে একটি সহজ পরামর্শ বর্তমান ব্যাপক সমস্যা প্রতিরোধ করতে পারত,
https://www.internationaldisabilityalliance.org/SA-Covid19

ইন্টার-এজেন্সি ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ডিজএ্যাবিলিটি- ইনক্লুসিভ কোভিড-১৯ রেসপন্স অ্যান্ড রিকভারি (২০২০) কোভিড-১৯ রেসপন্স ইন হিউম্যানিটারিয়ান সেটিংস: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভাল অভ্যাসের উদাহরণ,
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/gip02413_covid_humanitarian_good_practice_final_web.pdf

ইন্সটিটিউট অফ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (আইসিওডি) জিম্বাবুয়ে (২০২০), দি ইমপ্যাক্ট অফ কোভিড-১৯ অন উইমেন উইথ ডিজএ্যাবিলিটিস (ডব্লিউডব্লিউডি) ইন মাসভিনগো আরবান, জিম্বাবুয়ে ,
http://kubatana.net/wp-content/uploads/2020/05/The-impact-of-COVID-19-on-women-with-disabilities-in-Masvingo-icodzim-200512.pdf

আই আরসি (২০১৯) জিবিভি ইমারজেন্সি প্রিপেয়ারডনেস অ্যান্ড রেস্পন্সঃ ইনক্লুশন অফ ডাইভারস উইমেন অ্যান্ড গার্লস গাইডেন্স নোট। https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2021/01/IRC-Inclusion_Guidance-ENG-screen.pdf

লিঙ্কলোকাল (২০২০) গ্লোবাল সাউথে সুশীল সমাজ সংগঠনগুলো যেভাবে কোভিড-১৯ দ্বারা প্রভাবিত হয়
https://linclocal.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-on-CSOs_LINC-report.pdf

মার্টিন, আর. অ্যান্ড অ্যালেনব্যাক,ভি. (২০২০)। জিম্বাবুয়ের নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার (জিবিভি) উপর কোভিড -১৯ এর গৌণ প্রভাব, এসএএফই জিম্বাবুয়ে টেকনিক্যাল আসিস্টেন্স ফ্যাসিলিটি, https://www.sddirect.org.uk/media/2136/safe-zimbabwe-evidence-synthesis-on-covid19-10122020-for-publication-v2.pdf

মিনি-ডেভিস, জে. অ্যান্ড ওয়াপ্লিং, এল. (২০২০)। কোভিড -১৯ অতিমারীর সময় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা: ইবোলার অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য এবং প্রমাণের এজেন্ডা, ডিজএ্যাবিলিটি ইনক্লুশন হেল্পডেস্ক কোয়েরি নং ৩৭, ডিজএ্যাবিলিটি ইনক্লুশন হেল্পডেস্ক,
https://www.sddirect.org.uk/media/2189/disability-inclusion-helpdesk-query-37-covid-19-and-education.pdf

মিরিপিরি, এন. এ. অ্যান্ড মিডজি, আর. (২০২০) বেঁচে থাকার লড়াই: কোভিড -১৯ তথ্যের মধ্যস্থতার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্রিয়তা। মিডিয়া ইন্টারন্যাশনাল অস্ট্রেলিয়া। ২০২১; ১৭৮(১)ঃ১৫১-১৬৭ https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1329878X20967712

মোয়ো-নিয়েডে এস অ্যান্ড ডোমা এস (২০২০) জিম্বাবুয়েতে ইন্টারনেটে সীমিত প্রবেশগম্যতা অতিমারী চলাকালীন সময় দূরবর্তী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা, অ্যাফ্রোব্যারোমিটার ডিসপ্যাচ নং ৩৭১ https://afrobarometer.org/publications/ad371-limited-internetaccess-zimbabwe-major-hurdle-remote-learning-during-pandemic

ওএনএস (অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকস) (২০২০) প্রতিবন্ধীত্ব অবস্থানে করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সম্পর্কিত মৃত্যু, ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসঃ২ মার্চ থেকে ১৪ জুলাই ২০২০।. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbydisabilitystatusenglandandwales/2marchto14july2020

কোয়ালিটিটিভ ম্যাগাজিন (২০২১) সিসিডি, পিডব্লিউডি এর কোভিড-১৯ টিকাদান কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দিতে এনসিপিডব্লিউডি এনসিডিসি, এনপিএইচসিডিএ-কে জড়িত করে। https://www.qualitativemagazine.com/?p=12283

ইউএনডিইএসএ (২০১৯) ডিজএ্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ইউএনডিইএসএ। https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/07/disability-report-chapter2.pdf

ইউনেস্কো (২০২০) জিম্বাবুয়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর কোভিড -১৯ এর প্রভাবের দ্রুত মূল্যায়ন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউনেস্কোর আঞ্চলিক অফিস, https://en.unesco.org/news/assessment-report-impact-covid-19-persons-disabilities-zimbabwe-validated

ইউএনপিআরপিডি (২০২০) কোভিড -১৯ পুনরুদ্ধার এবং তার বাইরেও সামাজিক সুরক্ষায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি। https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/Webinar presentation 01 09 2020.pdf

ডব্লিউএইচও (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন) (২০২০) কোভিড -১৯ প্রাদুর্ভাবের সময় প্রতিবন্ধিতা বিবেচনা। https://www.who.int/docs/default-source/documents/disability/covid-19-disability-briefing.pdf

যুক্তরাজ্যের সহায়তায় পরিচালিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন (ডিআইডি) কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে (এলএমআইসিএস) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও অন্তর্ভুক্তির উন্নতি সাধন করা। এই কর্মসূচির আওতায়, ডিজ্এ্যাবিলিটি ইনক্লুশন হেল্পডেস্ক একটি কারিগরী সহায়তা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে থাকে যা যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন সহায়তায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত বিশেষায়িত গবেষণা, সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং কারিগরী সহায়তা প্রদান করে। এই নলেজ প্রডাক্টটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিয়ে জাতিসংঘের অংশীদারত্ব (ইউএনপিআরপিডি) এর সাথে যৌথ কর্মসূচির মাধ্যমে আইডিএ কর্তৃক তৈরি করা হয়েছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক কোভিড -১৯ এর মোকাবেলার বিষয়ে শিখনে সহায়তা করবে এবং অবদান রাখবে। এই জ্ঞানমূলক পণ্যের সহ-অর্থায়ণে রয়েছে আইডিএ।

এই ঝটিকা মূল্যায়ন পরিচালিত হয়েছেঃ

জেসি মেনি-ডেভিস এবং ক্রিস হারলে, ডিজএবিলিটি ইনক্লুশন হেল্পডেস্ক (প্রাথমিক গবেষণা-সাক্ষাৎকার); কোবানি দুবে, সুলায়মান আব্দুল্মুমুনি উজাহ, আম্বা সালেলকার, রেজাউল করিম সিদ্দিকী এবং দরদি শর্মা, আইডিএ (প্রাথমিক গবেষণা - বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া এবং জিম্বাবুয়েতে ফোকাস গ্রুপের আলোচনা); এরিকা ফ্রেজার এবং জেসি মেনি-ডেভিস, ডিজএবিলিটি ইনক্লুশন হেল্পডেস্ক (ডেস্ক ভিত্তিক সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা)।

প্রতিবেদনটি লিখেছেন সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্ট -এর জেসি-মেনি-ডেভিস, ক্রিস হারলে ও ইসাবেল কার্ডিনাল, এবং পিয়ার রিভিও করা হয়েছে প্রকল্প রেফারেন্স গ্রুপ এবং সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া ওপিডিগুলোর দ্বারা।

প্রকল্প তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করেছেনঃ ডিজএবিলিটি ইনক্লুশন হেল্পডেস্ক - এর লরেন ওয়াপলিং, মারিয়া ভ্লাহাকিস এবং পিয়েরট লি, ।

প্রচ্ছদের ছবি: নাইজেরিয়ার আবুজা- তে একটি কর্মশালায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের অংশগ্রহণকারীরা, মার্চ ২০২১

Inclusive Futures
UKaid
from the British people